তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ: আরটিআই ডিফেন্ডারদের অভিজ্ঞতা ও সফলতার গল্প

NED
NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY
SUPPORTING FREEDOM AROUND THE WORLD

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ:
আরটিআই ডিফেন্ডারদের
অভিজ্ঞতা ও সফলতার গল্প

প্রকাশনা:
সেপ্টেম্বর ২০২৪

পরিমার্জন:
মো: রেজাউর রহমান

যোগাযোগ:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ী নং-৭,
(কাজলী) রোড-১৭, ব্লক-সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩
+৮৮০-২-২২২২৭৪০৫১-২
Web:www.rib-bangladesh.org,
www.rib-rtibangladesh.org, www.rib-kajolimodel.org,

ডিজাইন ও প্রিন্টিং
রিয়েল প্রিন্টিং অ্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং

Disclaimer

(এই প্রকাশনাটি National Endowment for Democracy (NED)-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত দায়ভার সম্পূর্ণরূপে প্রকাশকের এবং এটি কোনো অবস্থাতেই National Endowment for Democracy (NED)-এর মতামতের প্রতিফলন হিসেবে গৃহীত হবে না)।

ভূমিকা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়নের পর দেশের শাসন ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসার অভূতপূর্ব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দেশে হাজারের বেশী আইনের মধ্যে এটিই একমাত্র আইন যার দ্বারা জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় বড় ভূমিকা পালন করতে পারে, আইনটি ব্যবহার করে সরকারি কাজে তদারকি করার মাধ্যমে দেশের শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলদেশ (রিইব) শুরু থেকেই সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে, দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে। ২০০৯ সালে প্রণীত আইনটি দেশের সকল নাগরিককে সরকারের সকল কর্তৃপক্ষের কাছে রক্ষিত প্রায় সব ধরনের তথ্য জানার সুযোগ করে দিয়ে কর্তৃপক্ষসমূহের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা স্থাপন এবং তার ফলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে। রিইব আইনটির বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনটি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনটির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যে গত প্রায় পনেরো বছরে দেশ ব্যাপী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রিইব কর্মীরা এ ব্যাপারে বেশ দক্ষতা ও পারদর্শিতাও অর্জন করেছে। প্রথম দিকে আইনটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার অর্জন ও জীবনমান উন্নয়নের কাজে মূলতঃ ব্যবহার হলেও রিইব সেখানে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণ যেন আইনটির গুরত্ব অনুধাবন করে এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণ, দেশে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা তৈরির দিকে মনোনিবেশ করে সে দিকে নজর দেয়।

আইনটির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহ ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি এবং সমাজের সকল স্তরের জনগণ যেন তাদের নাগরিক দায়িত্বসমূহ পালনে আরো সোচ্চার হয় সেই লক্ষ্যে রিইব বিদেশী সাহায্য সংস্থা National Endowment for Democracy (NED)-এর আর্থিক সহায়তায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কর্ম গবেষণার কাজ হাতে নেয়। রিইব-এর এই কার্যক্রমের সঙ্গে ঢাকা থেকে বিভিন্ন সংগঠন ও জেলাগুলো থেকে স্থানীয় লোকজন যুক্ত হন। তাঁরা সমাজের বিভিন্ন সমস্যার উপর সরকারের নজরদারী বাড়ানো এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করেছেন।

রিইব এর এই কাজে যারা যুক্ত হন তাঁরা আইনটি ব্যবহারের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতাসমূহ অর্জন করেছেন, ব্যবহারের ফলে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে, কর্ম-এলাকার সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে একত্রিত করে রিইব-এর এই প্রকাশনাটি সম্পাদিত হয়েছে। কনসালটেন্ট মো: রেজাউর রহমান মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাগুলোকে একত্রিত করে কেসস্টাডি আকারে প্রকাশনাটি তৈরি করতে রিইবকে সহায়তা করেছেন। আমরা আশা করি যে এই প্রকাশনায় যে কেসস্টাডি গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সেগুলো পড়ে জনগণ তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে আরো স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করবেন, আইনটি সম্পর্কে আগ্রহী হবেন এবং আইনটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

১. মহিলা উদ্যোক্তাদের মাঝে করোনাকালীন প্রণোদনা প্রদান ও সুদমুক্ত কৃষি ঋণ বিতরণ:

বগুড়া সদর উপজেলায় কোভিড ১৯ সময়কালে, যে প্রণোদনা প্রদান করা হয় তা মহিলা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের সময়ে কিছু অনিয়ম দেখা যায়। সাধারণভাবে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে কথা বলতে গেলে কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করে। বগুড়া জেলা থেকে তথ্য আবেদনকারী জনাব সৈয়দ ফজলে রাব্বী ডলার, বিগত ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর বগুড়া রূপালী ব্যাংক লি: কর্পোরেট শাখায় উক্ত বিষয়ে তথ্য চেয়ে একটি তথ্য আবেদন করেন এবং উক্ত তথ্য আবেদনে তিনি মূলত চারটি বিষয় জানতে চান। তথ্য আবেদনে চারটি বিষয় বস্তুগুলো হলঃ

১) ২০২০-২১ সালে বগুড়া জেলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের মাঝে কতজনকে কোভিড ১৯ সময়কালে কত টাকা আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নামের তালিকা?

২) ২০২০-২১ সালে অর্থ বছরে কতজন কৃষকদের মাঝে সুদমুক্ত কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে তার তথ্য।

৩) ২০২০-২১ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বগুড়া জেলায় কৃষিখাতে করোনাকালীন প্রণোদনায় কতজন কৃষককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে?

৪) ২০২০-২১ সালে অর্থ বছরে জামানত বিহীন নারী উদ্যোক্তাদের জনপ্রতি কত টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের নামের তালিকা সংগ্রহের আবেদন।

এই চারটি বিষয়বস্তু সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে, রূপালী ব্যাংক লি: বগুড়া কর্পোরেট শাখার সহকারি জেনারেল ম্যানেজার মোস্তাফিজুর রহমান, এজিএম, ফোনে আবেদনকারীকে ব্যাংকে যেতে বলেন। বারংবার ফোন করার প্রেক্ষিতে আবেদনকারী ব্যাংকে গেলে 'গ্রাহকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্ট' হবে বলে এমন তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে তিনি (আবেদনকারী) যখন উপরোক্ত তথ্যের বিষয়ে উপস্থাপন করেন, তখন উক্ত ব্যক্তিকে বিষয়টি সংশোধিত আকারে চিঠির জবাব দেয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। পরবর্তীতে ১০/১২ দিন পরে পুনরায় তাকে আবারও ফোন করে বলেন যে, ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক এবং অত্র ব্যাংকের আইন উপদেষ্টা আইনজীবী জনাব হকের সমন্বয়ে মিটিং করেন এবং তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে উক্ত সহকারি জেনারেল ম্যানেজারকে জানিয়েছেন যে, ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে আবেদনে যে তথ্যগুলো চাওয়া হয়েছে তা কোনটাই দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা আপনার আবেদনে উল্লেখিত কোন তথ্য প্রদান করতে পারব না।

এই প্রেক্ষিতে আপিল করার প্রস্তুতি নিলেও উক্ত ব্যাংকের আইন উপদেষ্টা আইনজীবী মোজাম্মেল হক এর বিশেষ অনুরোধে রূপালী ব্যাংক লি: কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করা হয়নি।

২. বায়ু দূষণসহ নানা মাত্রিক অপরাধজনিত কাজে নাইট্রিক এসিড এর ব্যবহার সংক্রান্ত

২০২২ সালে বগুড়া সদর উপজেলায় বায়ু দূষণসহ নানা মাত্রিক অপরাধজনিত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল নাইট্রিক এসিড। মূলত: বগুড়া জেলায় অবস্থিত পাঁচ শতাধিক জুয়েলারী কারখানার মধ্যে মাত্র ১০০ টি কারখানায় নাইট্রিক এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স রয়েছে। অবশিষ্ট চার শতাধিক কারখানায় নাইট্রিক এসিড ব্যবহারের বৈধ লাইসেন্স নাই। ফলে দিন-রাত স্বর্ণ-রৌপ্য গহনা তৈরির উক্ত কারখানায় নাইট্রিক এসিড দিয়ে সোনা, রূপা, তামা গলানোর ফলে সৃষ্টি হতো বিষাক্ত ধোঁয়া। ক্ষতিকর এই নাইট্রিক এসিডের ঝাঁঝালো গন্ধে সড়ক দিয়ে চলাচলরত পথচারীরা যেমন প্রচন্ড শ্বাসকষ্টে ভুগতো তেমনি ভাবে কারখানায় ব্যবহৃত তরল নাইট্রিক এসিড ড্রেন দিয়ে সরাসরি করতোয়া নদীতে গিয়ে মিশতো ফলে নদীর মাছ ও জলজ উদ্ভিদ হুমকির মুখে ছিল।

প্রেমে ব্যর্থ যুবকরা, আক্রশ প্রকাশে নারীদের মুখে এই এসিড নিক্ষেসহ নানা ধরণের অপরাধ জনিত কর্মকান্ডে নাইট্রিক এসিড ব্যবহারে তৎপর হয়ে উঠে। অথচ ভুক্তভোগী অভিভাবকসহ সচেতন মহল জেলায় কতগুলো প্রতিষ্ঠানের নাইট্রিক এসিড ব্যবহারের জন্য সরকারি অনুমোদন রয়েছে তা জানতে চাইলেও এক্ষেত্রে অনিহা দেখায় বগুড়া জেলা প্রশাসক কার্যালয়। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবারই অনিহা প্রকাশ করেছে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এই সংক্রান্ত ভুক্তভোগী একাধিক পরিবারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে বগুড়া জেলা তথ্যকর্মী স্ব-উদ্যোগী হয়ে বিগত ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে বগুড়া জেলা প্রশাসক বরাবর তথ্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনে জানতে চাওয়া হয়, জেলায় কতটি জুয়েলারি কারখানায় নাইট্রিক এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স রয়েছে, লাইসেন্স নবায়নকৃত প্রতিষ্ঠান কতগুলি রয়েছে, এসিড বিক্রয় ও পরিবহনে জন্য কতগুলি প্রতিষ্ঠানে এসিড লাইসেন্স রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে, বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব জান্নাতুল নাইম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে সমুদয় তথ্য সম্বলিত তিন পাতার একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রদান করেন। এই প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় পত্রিকা ‘দৈনিক আমাদের কণ্ঠে’ একটি সরজমিন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে, যা ১লা সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে প্রকাশ হয় উক্ত সংবাদপত্রে। এর পরপরই নড়েচড়ে বসে বগুড়া জেলা প্রশাসন কার্যালয়। তড়িৎ গতিতে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের উদ্যোগে বগুড়া শহরের গালাপট্টি, নিউমার্কেট এলাকার পুকুরপাড়ে অবস্থিত বিভিন্ন স্বর্ণের কারখানায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি জেলার অতিরিক্ত নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সালাউদ্দিন আহম্মেদের নির্দেশে এসিড ব্যবহারকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকরা তড়িঘড়ি করে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের বৈধ লাইসেন্স এর জন্য জেলা প্রশাসন বরাবর আবেদন করে এবং অনুসন্ধান শেষে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ তদারকি, নজরদারী এবং লাইসেন্স ব্যতীত নাইট্রিক এসিড ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স গ্রহণে বাধ্য করার কারণে বর্তমানে নাইট্রিক এসিডের যত্রতত্র ব্যবহার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, যেসব প্রতিষ্ঠান পূর্বে লাইসেন্স নিয়ে নাইট্রিক এসিড কেনাবেচা করলেও পরবর্তীতে লাইসেন্স নবায়ন করেনি, তারাও প্রশাসনের চাপে বাধ্য হয়ে লাইসেন্স নবায়ন করেছেন।

এখানেই শেষ নয়, জেলা প্রশাসনের নিয়মিত মনিটরিং এর কারণে এসিড লাইসেন্স গ্রহণকারী যেসব লাইসেন্স প্রতিষ্ঠান অতি মুনাফা লাভের আশায় পূর্বে অপরাধ জনিত কাজে ব্যবহারের জন্য অপরাধীদের গোপনে উচ্চমূল্যে নাইট্রিক এসিড বিক্রি করত, তারাও বর্তমানে নাইট্রিক এসিড বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বর্তমানে বগুড়া শহর কিংবা উপজেলা পর্যায়ে দুর্বৃত্তদের দ্বারা সংঘটিত এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা তেমন চোখে পড়ছে না। এটা নি:সন্দেহে সমাজের অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িতদের জন্য একটি বার্তা। আর এসবই সম্ভব হয়েছে জেলা প্রশাসনের নিকট এসিড লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করার কারণে। আবেদনকারী এ বিষয়ে মনে করেন যে, জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে করা প্রতিবেদন প্রকাশের পর বগুড়া জেলা প্রশাসন এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক যে প্রশাসনিক তৎপরতা দেখিয়েছে তা সচেতন অভিভাবকদের আতঙ্কমুক্ত করা সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড রোধে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর জনস্বার্থে জেলা প্রশাসনের এ ধরণের কর্মকান্ড আগামীতে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে তা বলাইবাহুল্য।

৩. শহরের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় অবৈধ এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের গোডাউন স্থাপন

২০২২ সালের আগ পর্যন্ত বগুড়া সদর উপজেলায় জেলা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শহরের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় অবৈধ এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের গোডাউন স্থাপন করে চলছিলো জমজমাট ব্যবসা। এমন পরিস্থিতিতে স্ব-স্ব আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা চরম নিরাপত্তা শংকা ও আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। শুধু তাই নয়, বারবার এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার গোডাউন মালিককে জনস্বার্থে আবাসিক এলাকা থেকে গোডাউন স্থানান্তরের অনুরোধ করলেও বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে তাদের আকুতি। এমনতর পরিস্থিতিতে বগুড়া শহরের বহুল জনঅধ্যুষিত শিববাটী এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে তোলা গ্যাস সিলিন্ডার গোডাউনের কারণে চরম আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে অত্র এলাকাবাসী। এরপর নিতান্তই বাধ্য হয়ে প্রতিকার পেতে চলতি

বছরের ১৫ই মার্চ জেলা প্রশাসক ও পরিবেশ অধিদপ্তর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় বরাবর একটি আবেদন করেন এলাকাবাসী।

এলাকাবাসীর উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে, প্রশাসন মৌখিক ভাবে গোডাউন স্থানান্তরের নির্দেশনা দিলেও প্রশাসনের আদেশকে উপেক্ষা করে প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবৈধ এলপিজি গ্যাস গোডাউন মালিকরা নিজেদের দেদারছে ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে। এমন কি তারা প্রতিদিন ট্রাকে করে ৮০০-১২০০ (ছোট-বড়) গ্যাস সিলিন্ডার এনে গোডাউনে লোড-আনলোড করতে থাকে। তাদের এই ব্যবসা পরিচালনার কারণে প্রতিদিন রাত-দিন বড় বড় ট্রাকে আনা শতশত গ্যাস সিলিন্ডার লোড-আনলোডের সময় বিকট শব্দ হয়। যা পার্শ্ববর্তী এলাকায় শব্দ দূষন কম্পনের সৃষ্টি করে। এতে করে অত্র এলাকায় অবস্থিত একাধিক বহুতল ভবনে বসবাসরত শিশু ও বয়োবৃদ্ধদের মাঝে নানাবিধ শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, শব্দদূষণের কারণে অত্র এলাকায় অবস্থিত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বড় ধরণের ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে থাকে। তা সত্বেও অবৈধ গোডাউন মালিকরা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাদের গোডাউন খোলা রেখে ব্যবসা চালাতে থাকে। এমনতর পরিস্থিতিতে এলাকার অর্ধশতাধিক বাসিন্দার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্য আবেদনকারী জনাব সৈয়দ ফজলে রাব্বী ডলার ২০২২ সালের ২৮শে জুলাই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বগুড়ার সহকারী পরিচালক জনাব আব্দুল মালেক বরাবর একটি আবেদন করেন। সেই সাথে বগুড়া জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সালাউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে দেখা করে জনস্বার্থে এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অবৈধ এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার গোডাউন বন্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানায়। এর পরপরই জেলা প্রশাসকের নির্দেশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব জান্নাতুল নাইম অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে গোডাউন স্থাপনের জন্য ব্যবসায়ীদ্বয় জনাব পারভেজ রহমান ও জনাব পল্লব রহমানকে তাৎক্ষণিক ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও ৭ দিনের মধ্যে গোডাউন অন্যত্র স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করে। তা সত্বেও বন্ধ হয় নি অবৈধ গোডাউন। পরবর্তীতে, গোডাউন মালিকদ্বয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে বিদ্যমান গোডাউন বহাল রেখে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য একটি আবেদন করে। এই আবেদনের সূত্র ধরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বগুড়া অফিসের ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ ফসির উদ্দীন সর্দার উক্ত গোডাউন স্থল পরিদর্শন করে সহকারী পরিচালক বরাবর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এর প্রেক্ষিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনটি নাকচ করে অন্যত্র গোডাউন স্থাপন না করা পর্যন্ত নতুন করে লাইসেন্স প্রদান করা হবে না মর্মে আবেদনকারীদেরকে জানিয়ে দেয়।

তথ্য আবেদনকারী সৈয়দ ফজলে রাব্বী ডলার এর আবেদনের সূত্র ধরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক জনাব আব্দুল মালেককে বিষয়টি দ্রুত সুরাহা

করার তাগিদ দেন এবং উনি । জনাব আব্দুল মালেককে পরের দিনই সরেজমিনে শিববাটী এলাকায় গমনপূর্বক অবৈধ গোডাউন পরিদর্শন করে গোডাউন মালিকদেরকে অনতিবিলম্বে গোডাউন স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান করেন, নতুবা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে হুশিয়ারি দেন। এরপর এলাকাবাসীর বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্য আবেদনকারী সৈয়দ ফজলে রাব্বী ডলার সরেজমিনে উক্ত এলাকা পরিদর্শন ও আতঙ্কগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদনটি ৩রা আগস্ট, ২০২২ জাতীয় পত্রিকা "দৈনিক আমাদের কণ্ঠ" ও ৪ঠা আগস্ট, ২০২২ স্থানীয় "দৈনিক বগুড়া" পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। এর পরপরই বগুড়া জেলা প্রশাসন তৎপর হয় এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালাউদ্দিন আহম্মেদের নির্দেশে গোডাউন মালিকদের গোডাউন স্থানান্তরের জোর তাগিদ দিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয় দ্রুততম সময়ের মধ্যে গোডাউন স্থানান্তর না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর পরপরই মালিক পক্ষের টনক নড়ে। তারা আইনী ব্যবস্থা এড়াতে গোডাউন স্থানান্তর করে শহরতলীর দ্বিতীয় বাইপাস সড়কের পার্শ্বে স্থাপন করে। তাদের এহেন পদক্ষেপের ফলে অত্র এলাকাবাসীর মাঝে যেমন স্বস্তি ফিরে আসে তেমন ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার হাত থেকে চিরস্থায়ীভাবে রক্ষা পায় অত্র আবাসিক এলাকা। এক্ষেত্রে তথ্য আবেদনকারী সৈয়দ ফজলে রাব্বী ডলার মনে করেন, জনস্বার্থে জেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের গৃহীত পদক্ষেপ অবৈধ ভাবে বিনা লাইসেন্সে এলপিজি গ্যাস গোডাউন স্থাপনকারীদের জন্য একটি সর্তক বার্তা। সেই সঙ্গে জনস্বার্থে প্রশাসনের এহেন তৎপরতা সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা এবং অনৈতিক কর্মকান্ড রহিতকরণে নি:সন্দেহে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৪. অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে স্থবির হয়ে পড়েছিল বন বিভাগের কার্যক্রম

২০২৩ সালে ২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পর্যন্ত, বগুড়া বন বিভাগে মহাব্যবস্থাপক (ডিএফও) জনাব ড. মোহা: আবদুল আউয়ালের মদদে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে স্থবির হয়ে পড়েছিল বন বিভাগের সামগ্রীক কর্মকাণ্ড। এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে তথ্য আবেদনকারী, সাংবদিক জনাব সৈয়দ ফজলে রাব্বী ডলার এর নিকট বন বিভাগের কর্মরত কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারী একটি তথ্য আবেদন করেন। এরই সূত্র ধরে তিনি বগুড়ায় বন বিভাগে চলমান অনিয়মের বিষয়ে জানতে চেয়ে বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ উপ-বন সংরক্ষক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ড. মোহা: আবদুল আউয়াল বরাবর একটি আবেদন করেন। আবেদনে তিনি জানতে চান- বগুড়ায় বন বিভাগের আওতাধিন ১২টি উপজেলায় সংরক্ষিত সড়কে ২০২১-২২ অর্থ বছরে কি পরিমাণ ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন ও কর্তন করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণের পাশাপাশি স্ব স্ব সড়কে কর্তনকৃত বৃক্ষের স্থলে নতুন করে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে কি না এবং বৃক্ষ

রোপন করা হলে তা তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না? অনুরূপভাবে, বগুড়া জেলায় কতগুলো লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৃক্ষ করাতকল রয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক বৈধ ও অবৈধ বৃক্ষ করাতকলগুলোর নাম সহ তালিকা সংগ্রহের আবেদন করা হয়।

২১ কর্মদিবস অতিক্রান্ত হলেও উপরোক্ত প্রশ্নের আলোকে উত্তর চেয়ে করা তথ্য আবেদনের কোন জবাব বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ড. মোহা: আবদুল আউয়াল নির্দিষ্ট কোন উত্তর দেননি। তথ্য আবেদনকারী নিজস্ব সূত্র দিয়ে বন বিভাগে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। এতে বিশ্বস্ত সূত্রে তথ্য আবেদনকারী জানতে পারেন যে, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ড. মোহা: আবদুল আউয়াল নিজস্ব কতিপয় কর্মী দিয়ে একটি সিন্ডিকেট তৈরি করে নানা অনিয়মে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে চলছেন। শুধু তাই নয়, বন বিভাগের অফিসে কর্মরত সাধারণ কর্মচারীদের মাঝে একটি আতংকের পরিবেশ তৈরি করেছেন। যার ফলে ইচ্ছা থাকা সত্বেও কর্মচারীরা বন বিভাগ সংক্রান্ত ন্যূনতম কোন তথ্য দিতে এমনকি ডিএফও মহোদয়ের মুঠোফোন নম্বর দিতেও অনিহা প্রকাশ করেন। ২০২৩ সালের ১১ জানুয়ারি জাতীয় 'দৈনিক আমাদের কণ্ঠ' পত্রিকায় "সিন্ডিকেটের কবলে বগুড়া বন বিভাগ" এবং বাংলার চোখ পত্রিকায় "দুলাল কুমার সাহার নিয়ন্ত্রণে বগুড়া বন বিভাগ: কর্মচারীরা ভয়ে তটস্থ থাকে" শিরোনামে দুটি সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর বগুড়ায় তথা বন অধিদপ্তরে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এমনকি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বগুড়া বন বিভাগে কর্মরত একাধিক কর্মচারী মুঠোফোনে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বন বিভাগের ভীতিকর পরিবেশ অবসানে ভূমিকা রাখায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এদিকে সংবাদ প্রকাশের পরপরই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ড. মোহা: আবদুল আউয়াল তড়িঘড়ি করে বিষয়টি সামাল দেয়ার জন্য ঢাকা বন অধিদপ্তরে গমন করেন এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে, ২০২৩ সালের ২৮ শে জানুয়ারি বন অধিদপ্তর তাকে দ্রুত বদলি করে বরিশালে পদায়ন করে। এর পরপরই ২০২৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মোঃ মতলুবুর রহমান ডিএফও হিসেবে বগুড়ায় যোগদান করেন। যোগদানের পরপরই তিনি অফিসের ভীতিকর পরিবেশ স্বাভাবিক করেন এবং স্ব স্ব পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের নির্ভয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেন। একই সাথে লাইসেন্স বিহীন অবৈধ ছ'মিল গুলোকে লাইসেন্সের আওতায় আনতে ছ'মিল মালিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে লাইসেন্স গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। শুধু তাই নয়, আমাদের আরটিআই আবেদনের প্রেক্ষিতে বগুড়া জেলার অবৈধ বৃক্ষ করাতকলগুলোর তথ্য প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, তৎকালীন ডিএফও'র বন বিভাগের বনায়ন কর্মসূচিকে সচল ও বেগবান করার পাশাপাশি পুরো অফিসের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আর এখানেই তথ্য অধিকার আইনে বগুড়ায় সামাজিক বন বিভাগের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে আবেদন করার সফলতা অর্জিত হয়েছে। একই সাথে বিগত সময়ের তুলনায় বর্তমানে

বহুলাংশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ায় কাজের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ফিরে এসেছে। উপরোক্ত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বন বিভাগ কর্তৃক সামাজিক বনায়ন সৃষ্টিতে উপকারভোগীরা সম্পৃক্ত হয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছে, যা বিগত ডিএফও ড. আবদুল আউয়াল এর সময় পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হত। এতে করে সামাজিক বনায়নে যুক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আর্থিকভাবে বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতো। বর্তমান ডিএফও'র সদিচ্ছার কারণে বনায়নে সম্পৃক্ত তৃণমূল জনগোষ্ঠী আর্থিক ভাবে যেমন লাভবান হবার সুযোগ পেয়েছে তেমনিভাবে বনায়ন করার ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার সুফল বগুড়া বন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ জনগোষ্ঠী ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

৫. ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য চেয়ে আবেদন করায় আবেদনকারীকে হেনস্থা

বাংলাদেশে ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন প্রনয়নের পর দেশের শাসন ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা তৈরী হলেও বিভিন্ন জটিলতার কারণে আইনটি বাস্তবায়নে নানান বাধাঁর সম্মুখীন হচ্ছে। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম করে আসছে ২০০৯ সাল থেকে। তারাই ধারাবাহিকতায় রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) মৌলভীবাজার সদর উপজেলা ও আমতৈল ইউনিয়নে দুইটি দল গঠন করে কার্যক্রম শুরু করে। এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আইন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি শুরু হয়। স্বেচ্ছায় তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের লক্ষ্যে কোন উদ্যোগ গ্রহণে মৌলভীবাজার অঞ্চলের সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কোন চিন্তা ও তৎপরতা ছিল না বললেই চলে। গত ৫ জানুয়ারী ২০২২ তারিখের মৌলভীবাজার সদর উপজেলা তথ্য জানার অধিকার দল সর্বপ্রথম তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন পাঠানো শুরু করে। গত ৫ জানুয়ারী ২০২২, তথ্য আবেদনকারী জনাব শামীম আহমদ ৬নং একাটুনা ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। সেখানে তিনি জানতে চেয়েছেন, ৬নং একাটুনা ইউনিয়নে ৬নং ওয়ার্ডের ২০২১-২০২২ সালের বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের তালিকা সংগ্রহ করতে চান। আবেদন পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কর্তৃপক্ষ জনাব শামীম আহমেদের বাড়িতে এসে তাকে নানা ভাবে তিরস্কার করেন এবং কোন অধিকারে তথ্য পাওয়ার আবেদন করেছে বলে ধমক দেন। এরপর শামীম আহমদ ভয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। পরবর্তীতে এ সংবাদ তথ্য জানার অধিকার দলের নেতা জনাব জহর লাল দত্ত জানতে পারেন এবং তিনি ইউনিয়ন পরিষদের কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাথে মিমাংসা করে নিতে জনাব জহর

লাল দত্ত ফোনে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, পরিষদের মেম্বার এর সাথে আলাপ করে জনাব শামীম আহমদকে আবেদনের উত্তর দিতে হবে না এই মর্মে মিমাংসা করে নেন। জনাব শামীম আহমদ আর কোন আবেদন করার সাহস পাননি, বরং তড়িঘরি করে বিদেশে চলে যান। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদে সাংবাদিক জনাব হুমায়ুন রহমান কয়েকটি বিষয়ে পুনরায় আবেদন করেন। তার উত্তর পাওয়া যায়নি। সাংবাদিক হুমায়ুন রহমান অসুস্থ হলে আর কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন দপ্তরে একাধিক আবেদন এর প্রেক্ষিতে মৌলভীবাজার জেলায় বর্তমানে অফিস-আদালতে কাজের সচ্ছতা কিছুটা হলেও ফিরে এসেছে।

৬. তথ্য আবেদনের ফলে বন্ধ হলো জীবিত গাছে পেরেক মারাঃ

২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে বোঝা তথ্য আবেদনের বিকল্প নেই। মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন আইনের প্রয়োগ একেবারে ছিলো না বললেই চলে। মানুষ জানত না এই আইন যে জনগণের আইন, জনগনকে রাষ্ট্রের বিষয়ে সচেতন রাখার জন্য এই আইনটি একটি বড় অবলম্বন। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২২, আবেদনকারী জনাব জওহর লাল দত্ত, সামাজিক বন বিভাগ কুমিল্লা জেলা অফিসে তথ্য চেয়ে একটি আবেদন করেন। আবেদনে তিনি জানতে চেয়েছেন যে, রাস্তার দুই পাশে দন্ডায়মান গাছের মধ্যে লোহার পেরেক দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রচারনার জন্য বিজ্ঞাপন টাঙ্গিয়ে দেয়। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, এটা অমানবিক যেহেতু গাছটি জীবিত। কুমিল্লা বন বিভাগের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আলী উত্তর দিয়েছেন এবং বলেছেন সত্যিই এটা অমানবিক এবং তিনি তাৎক্ষনিকভাবে উক্ত মহোদয় কুমিল্লা জেলার সকল বনবিভাগের কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবগত করে একটি আনুষ্ঠানিক সভা করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কুমিল্লা জেলার মধ্যে কোন বৃক্ষের শরীরে পেরেক মারা থাকবেনা। এই মর্মে তিনি আবেদনের জবাব দিয়েছেন এবং বলেছেন মানুষকে সচেতনতার মাধ্যমে এই কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাবস্থা নিবেন এবং রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (রিইব) এর সহযোগিতা প্রয়োজন।

৭. তথ্য দিবসের র‍্যালী ও শোভাযাত্রার কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সচেতনতা বৃদ্ধি

২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশের জনগণের অধিকার নিশ্চিত করবার আইন। ২০২২ সালে মৌলভীবাজার সদর উপজেলা ও আমতৈল ইউনিয়নে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) কাজ শুরু করে। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালের তথ্য অধিকার দিবসকে সামনে রেখে মৌলভীবাজার সদর ও

আমতৈল ইউনিয়ন ১০ নং নাজিরাবাদ ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও নাগরিক বৃন্দের উপস্থিতিতে একটি বণার্ঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়। এই প্রচার শোভাযাত্রায় উদ্বোধন করেন মৌলভীবাজার সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সাবরিনা রহমান বাধন। শোভাযাত্রায় আরো উপস্থিত ছিলেন রিইবের কর্মকর্তাবৃন্দ। উভয় ইউনিয়নের বিভিন্ন হাটে-বাজারে, রাস্তার মোড়ে থেমে থেমে পথসভা করা হয়। এতে দুই ইউনিয়নের হাজার মানুষ তথ্য অধিকার নিয়ে জানার সুযোগ পায়। পরবর্তীতে উক্ত ইউনিয়ন গুলোর নাগরিকবৃন্দ স্থানীয়ভাবে পরিষদের কাছ থেকে সেবা প্রাপ্তিতে সফলতা পায়। এক কথার এই অঞ্চলে জনগণের মধ্যে বড় ধরনের সাড়া পড়ে এবং পরিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যার অন্যতম উদাহরন হলো- মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা হাসপাতালে রোগীদের প্রতিদিনের খাবার ও ঔষধ প্রদান সম্পর্কে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উত্তর দিতে গড়িমসি করেন কিন্তু ২০২২ সালে তথ্য অধিকার দিবস পালনে ঐ হাসপাতালের পাশ দিয়ে শোভাযাত্রার পরপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আবেদনের উত্তর দেয় এবং রোগীরা নিয়ম মত ফ্রি খাবার, ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা পেতে শুরু করেন। এটা রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) জন্য বড় অর্জন।

৮. অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় CSO আবেদনকারী মিথ্যা মামলার শিকার ও CSO দলের সহযোগিতায় মিটুন উরাং বেকসুর খালাশ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার CSO আবেদনকারী জনাব মিটুন উরাং ২১ বছর বয়স, মিরতিংগা চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। মিরতিংগা চা বাগানে একটি ১৪ বছর বয়সী একটি মেয়ের সাথে এক ছেলের শারীরিক সম্পর্ক হয়। সেই শারীরিক সম্পর্কের পরিনতিতে ১৪ বছরের মেয়ের গর্ভে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ শিশুর গর্ভে শিশুর জন্ম হয়। এই অবস্থায় ছেলে এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে কেউ মেনে নেন নাই। এক পর্যায়ে ঐ ছেলে মেয়ের সাথে সম্পর্ক অস্বীকার করে। মিরতিংগা চা বাগানে ঐ ১৪ বছর বয়সী মায়ের অবস্থা যখন বেগতিক তখন মিটুন উরাং মানবিক কারণে মেয়েটির পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করে। মিটুন উরাং এর দাবী, সামাজিক ভাবে সম্পর্ক মেনে নিতে হবে। সেই কারণে ছেলে পক্ষের অভিভাবক মৌলভীবাজার জেলা আদালতে মিটুন উরাংকে আসামী করে একটি মিথ্য মামলা দায়ের করেন। এই মিথ্যা মামলার আসামী হয়ে মিটুন উরং ভয় পান এবং মৌলভীবাজার ঈঝঙ টিম লিডার জনাব জহর লাল দত্তকে বিষয়টি জানান। দলের টিম লিডার জনাব জহর লাল দত্ত সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেন যে, জনাব মিটুন উরাংকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা থেকে জব্দ করার জন্য ছেলে পক্ষ একটি কৌশল অবলম্বন করে। মৌলভীবাজার সদর দলের টিম জনাব মিটুন উরাংকে আইনী সহয়তা প্রদান করে। বিজ্ঞ আইনজীবী এডভোকেট

আব্দুল মতিন চৌধুরীর মাধ্যমে মামলা পর পর দুই তারিখের মধ্যে মিথ্যা মামলা খারিজ হয়ে যায়। জনাব মিটুন উরাং বেকসুর খালাস পান। উল্লেখ্য, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) এই অঞ্চলে কাজ করার কারণে বাগানের শ্রমিকরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখেছে।

৯. তথ্য আবেদনের খবর পেয়ে ইউপি সদস্যের পুনরায় কালভার্ট মেরামত

গত ৫ মার্চ ২০২৩ মৌলভীবাজার উপজেলার আমতৈল ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডে কানুলাল দেব এর বাড়িতে সকাল ১০ টায় CSO দলের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। মিটিংয়ে CSO দলের সকল সদস্যসহ রির্সাচ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) এর পক্ষ থেকে প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব রুহিনাজ এবং এসোসিয়েট কো-অর্ডিনেটরসহ উপস্থিত ছিলেন ৮ নং ওয়ার্ডের মহিলা সংরক্ষিত সদস্য জনাব সৈয়দা রোজিনা আক্তার। মিটিংয়ে তথ্য অধিকার আইন এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব আহসান হাবীব CSO দলের সদস্য অভিযোগ উস্থাপন করে বলেন দক্ষিণ চমৎকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে নতুন নির্মিত কালর্ভাট তিনদিনের মধ্যে ভেঙ্গে যায়, এ বিষয়ে আমাদের করনীয় কী? সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলের সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য আবেদন করবেন বলে একমত হন। এ সময় উপস্থিত ইউপি মহিলা সদস্য জনাব সৈয়দা রোজিনা আক্তার খুব রাগান্বিত হয়ে বলেন এটা ইউনিয়ন পরিষদের বিষয় এটি এখানে আলোচনার বিষয় নয় এবং এটি বলে তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে যান। এরপর সভায় সিদ্বান্ত হয় আগামি ৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে নারী দিবস পালন করা হবে। অনুষ্ঠানের স্থান ঠিক করা হয় দক্ষিণ চমৎকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রধান অথিতি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শরীফ উদ্দিনকে এবং উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এর সাবেক সদস্য জনাব মোঃ জলিল মিয়ার সভাপতিত্বে উক্ত সভাটি সমাপ্ত হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২০২৩ সালের ০৫ মার্চ, মাসিক সভা শেষে CSO দলের সদস্য জনাব আহসার হাবীব, জনাব জওহর লাল দত্ত, জনাব আনোয়ার হোসেন সহ বেশ কয়েকজন সদস্য দক্ষিণ চমৎকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়ার জন্য স্কুলে যান। এ সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের সামনে নতুন ভাঙ্গা কালর্ভাটটি তাদেরকে দেখতে বলেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন ব্রিজটি এ অবস্থায় পড়ে থাকায় আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের যাওয়া আসায় যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

গ্রুপের সদস্য থেকে ব্রিজভাঙ্গার সংবাদটি ফেসবুকে শেয়ার করা হয় এবং ফেসবুকে বলা হয়, এই ভাঙ্গা কালভার্টটির পাশের স্কুলে ৮ মার্চ নারী দিবসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপস্থিত থাকবেন। এই সংবাদগুলো সর্বত্র প্রচার হতেই ০৮ মার্চ ২০২৩ তারিখের আগেই ইউনিয়ন পরিষদ হতে ব্রিজটি পুনরায় মেরামত করা হয়। এখানেই পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, তথ্য অধিকার জনগণের অধিকার এই অধিকার সকল জনগণের।

১০. ‘আপিল করলে আমার সরকারি চাকুরীতে ঝামেলা হবে আমাকে এসবের মধ্যে ফেলবেন না, আমি তথ্য দিয়ে দেব’

রংপুর, গঙ্গাচড়া উপজেলার তথ্য আবেদনকারী মিম আক্তার, বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে গঙ্গাচড়া উপজেলা সমাজসেবা অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তিনি জানতে চান, উপজেলায় অতি দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী নাগরিকের সংখ্যা কতজন? এই জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের কি কি ব্যবস্থা আছে এবং ইতোমধ্যে নিয়েছেন। আবেদন পেয়ে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আবেদনকারীকে ফোন করে অফিসে দেখা করতে বলেন। আবেদনকারী না যাওয়াই কিছুদিন পর তিনি পুনরায় আবেদনকারীকে ফোন করেন এবং বলেন- যে আপনি তো আসলেন না, আমি আপনার উত্তর দিয়ে দেব তবে সময় লাগবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারী যেন আপিল আবেদন না করেন এবং অন্য কোন পদক্ষেপ না নেন সে জন্য অনুরোধ করেন। কর্মকর্তা বলেন আপিল করলে আমার সরকারি চাকুরীতে ঝামেলা হবে, আমাকে এসবের মধ্যে ফেলবেন না, আমি তথ্য দিয়ে দেব। এই বাস্তবতায় আমরা বুঝতে পারি একজন কর্মকর্তার দায়িত্বপালনের চেয়ে চাকুরী হারানোর ভয় অনেক বেশি।

১১. আবেদনের সাথে ২৫০ টাকা আবেদন ফি দেয়ার দাবী ইউপি সচিবের

রংপুর, গঙ্গাচড়া উপজেলার তথ্য আবেদনকারী জনাব মিম আক্তার ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে গঙ্গাচড়া উপজেলার গজঘটা ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তিনি জানতে চান- ২০২২ সালে উক্ত ইউনিয়নে কতগুলো ভিজিডি কার্ড এবং রেশন কার্ড দেয়া হয়েছে, কার্ড প্রাপ্তদের তালিকা সংগ্রহ করতে আবেদন করেন। এরপর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ইউপি সচিব ফোন করে বলেন যে, ‘এই তথ্য নিতে হলে ২৫০ টাকা লাগবে’। এরপর মিম আক্তার জানতে চান ‘কেন ২৫০ টাকা লাগবে, এবং এটা তথ্য ফি কি না? তথ্য ফি হলে এতো বেশি কেন, কত পাতার তথ্য’? তখন ইউপি সচিব বলেন আপনি অফিসে আসেন, কেন ২৫০ টাকা লাগবে বলবো আর আপনাকে তথ্য অধিকার আইনের শিক্ষা দেওয়া হবে।

এধরনের কথা শোনার পর সাধারণ জনগণ তথ্য আবেদন করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

১২. করোনাকালীন প্রণোদনা ঋণ প্রদানে অনিয়ম

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার তথ্য আবেদনকারী জনাব শহিদুল ইসলাম জানতে পারেন যে, সরকার কর্তৃক কৃষকের নামে বরাদ্দকৃত কোভিড-১৯ সময়ে ঋণ কৃষককে না দিয়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দেওয়া হয়েছে। এই অনিয়ম দেখে উক্ত উপজেলার আবেদনকারী জনাব শহিদুল ইসলাম গত ২৩ নভেম্বর, ২০২১ উত্তরা ব্যাংক ফুলবাড়ী শাখায় "তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। সেখানে তিনি জানতে চেয়েছেন যে- কৃষকের জন্য কোভিড-১৯ সংক্রান্ত প্রনোদনা ঋণ কাদেরকে প্রদান করা হয়েছে, ঋণ প্রাপ্তদের তালিকা সংগ্রহ করতে চান। এই আবেদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। প্রথমে এলাকার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানানো হয় যে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে মামলা করবেন। এর কিছুদিন পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আবেদনকারী জনাব শহিদুল ইসলামের কাছে আসেন এবং তিনি জনাব শহিদুল ইসলামকে বলেন যে ব্যাংকের সাথে আপনার কোন ঝামেলা হয়েছে কি না? তারা আপনার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আবেদনকারী শহিদুল ইসলাম এর উত্তরে বলেন- মামলার জন্য আমি ভয় পাইনা কারণ আমি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করেছি, এটি আমার অধিকার। একই সাথে জনাব শহিদুল ইসলাম তার কাছে থাকা তথ্য অধিকার আইনের একটি বই ঐ ব্যক্তিকে দেখান। এরপর ঐ ব্যক্তি আর কোন কথা না বলে চলে যান। কয়েক দিন পর ৩০ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ করে জনাব শহিদুল ইসলাম বরাবরে একটি চিঠি পাঠান। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইনের ৭ (দ)ধারা উল্লেখ করে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় বলে জানান, একইসাথে ব্যাংক এবং ব্যাংক গ্রাহক-এর সমস্ত তথ্য গোপনীয় এবং এই তথ্যের গোপনীয়তা- ব্যাংক কোম্পানী আইন-১৯৯১; 'Banker's Book Evidence Act 1891'; 'ব্যাংকার বহিঃ স্বাক্ষ্য আইন-২০২১' এবং অন্যান্য আইন দ্বারা সংরক্ষিত সুতরাং এই সংক্রান্ত তথ্য প্রদান সম্ভব হইল না বলে উল্লেখ করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই জবাব তৈরি করেছেন একজন আইনজীবীর সহযোগিতায়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী জনাব শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেনে দিনাজপুর সদর উপজেলা হতে উত্তরা ব্যাংক ফুলবাড়ী শাখায় একই বিষয়ে আরও ১০টি তথ্য আবেদন পাঠানো হয়। একইসাথে আবেদনের জবাবে, তথ্য প্রদানে অপরাগতার বিরুদ্ধে আপীল আবেদন করা করা হয় এবং আপীলে উল্ল্যেখ করা হয় যে, আইনের ৭ ধারা এখানে কার্যকর নয় কারণ জনগণের টাকা কোথায় ব্যায় হচ্ছে এটা জনগন জানবার অধিকার রাখেন। এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান না করা, বিভিন্ন হুমকি দেয়া থেকে প্রমানিত যে, এখানে অনিয়ম হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের ৩২ ধারায় বলা আছে মানবাধিকার এবং দুর্নীতি হলে তথ্য দিতে বাধ্য এবং আইনের ৭ ধারা কার্যকর নয়।

এছাড়া ব্যাংকিং আইনটিও তথ্য প্রদানে বাধা নয় উল্লেখ করা হয় আপিলে, কারণ তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় উল্লেখ আছে যে, অন্য কোন আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তথ্য অধিকার আইন প্রাধান্য পাবে। আপীল আবেদন করার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে শহিদুল ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন যাতে আবেদনটি তুলে নেওয়া হয়। তবে চেষ্টায় ব্যর্থ হলে শহরের সবচেয়ে বড় শিল্পপতি তার গাড়ী দিয়ে শহিদুল ইসলামকে ডেকে নিয়ে যান তার বাড়ীতে এবং সেখানে ব্যাংক ম্যানেজারও উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয়ে একটা সুরাহা করার জন্য তারা শহিদুল ইসলামকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করেন। আবেদনকারী জনাব শহিদুল ইসলাম জানান- ব্যাংক ম্যানেজার হাতে পায়ে ধরে মাফ চেয়েছেন এবং এই বিষয়ে আর কোন পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। সেখানে নিরুপায় হয়ে জনাব শহিদুল ইসলাম পরবর্তীতে আর কোন অনিয়ম না হওয়ার শর্তে উভয়পক্ষ একমত হয়ে বিষয়টি সুরাহা করেন। পরে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 'আপনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে এবং উভয় পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ত্রুটি সমূহ সমন্বয় করা হলো এবং ভবিষ্যতে একই কর্মকান্ডের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে”- মর্মে আপীলের জবাব দেন।

১৩. তথ্য আবেদনের ফলে হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন হল

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার ওপর দিয়ে দিনাজপুর-ফুলবাড়ী-ঘোড়াঘাট আঞ্চলিক মহাসড়ক চলে গেছে। এই সড়কটি নতুন ভাবে প্রশস্ত করে তিন লেনে উন্নতি করা হয়েছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ অনুযায়ী (মহাসড়কের পাশে ৫০ ফিটের মধ্যে কোন বাজার বা দোকান বসানো নিষেধ) সম্বলিত সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্মান কাজ শেষ হতে না হতেই রাস্তার দুই পাশে (সড়কের জমিতেই) ইটের পাকা দোকান নির্মান করার মহা-উৎসব শুরু হয়। এই প্রেক্ষিতে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার তথ্য আবেদনকারী সাংবাদিক হারুনুর রশিদ বিগত ০৭ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ বিভাগ, দিনাজপুর বরাবরে আবেদন করেন। আবেদনে তিনি জানতে চেয়েছেন যে, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দলারদর্গা, মতিহারাসহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার দুই পাশে মহামান্য হাইকোর্টের রায় অমান্য করে এমনকি অধিগ্রহনকৃত সড়কের জমিতেও পাকা দোকান নির্মান করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত কি জানতে চাই”। আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০ কার্য দিবসের মধ্যেই নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ বিভাগ জবাব দেন যে, আপনার তথ্য আবেদন পেয়ে বিষয়টি অবগত হয়ে এই বিষয়ে তালিকা করা হচ্ছে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনগত অভিযান পরিচালনা করা হবে'। তথ্য আবেদন যেমন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে জনগণের সেতুবন্ধনের কাজ করে তেমনি মহামান্য হাইকোর্টের রায় বাস্তববায়নেও কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

১৪. তথ্য আবেদনের ফলে তালাবদ্ধ পরিসংখ্যান অফিস নিয়মিত চালু হলো

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার পরিসংখ্যান কর্মকর্তার অফিস সাম্প্রতিক সময়ে বেশীরভাগ সময়ই বন্ধ থাকে। সাধারণ মানুষ কোন কাজে ঐ অফিসে আসলে পরিসংখ্যান কর্মকর্তাকে পায়না কারণ প্রায়ই সময় তার দপ্তর বন্ধ থাকতো। তারাগঞ্জ উপজেলার তথ্য আবেদনকারী জনাব মমিনুল সরকার বেশ কিছুদিন ধরে বিষয়টি লক্ষ্য করেন, তিনি বিভিন্ন কাজে যখনই উপজেলায় যেতেন তখনই অফিসটি তালাবন্ধ থাকতো। মমিনুল সরকার অনান্য অফিসের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন যে কর্মকর্তা রংপুরে থাকেন। এরপর মমিনুল সরকার উক্ত দপ্তরের তালাবন্ধ একটা ছবি তুলে রাখেন এবং ঐ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে একটি তথ্য আবেদন পাঠান। আবেদনে তিনি জানতে চেয়েছেন যে তারাগঞ্জ উপজেলার পরিসংখ্যান কর্মকর্তার হাজিরা খাতার কপি সংগ্রহ করতে চান। তথ্য আবেদন পাওয়ার পর অফিসের কর্মকর্তারা নড়েচড়ে বসেন এবং নিয়মিত অফিস করা শুরু করেন। পরবর্তীতে ঐ কর্মকর্তা বিগত ২৭ মার্চ ২০২৩ মমিনুল সরকারকে অফিসে আসার অনুরোধ করেন। মমিনুল সরকার অফিসে গেলে পরিসংখ্যান কর্মকর্তা অনুরোধ করেন এবং বলেন আমি বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আছি তাই রংপুরে থাকি। মমিনুল সরকার বলেন আপনারা তো সরকারী বেতন নেন তাহলে অফিস তালাবন্ধ করে রাখেন কেন? কর্মকর্তা জানান এখন থেকে আপনাদের জন্য নিয়মিত অফিস খোলা থাকবে। জনগণ যে রাষ্ট্রের পাহারাদার সেটা প্রমান হল এই তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে।

১৫. তথ্য আবেদনের মাধ্যমে ধরা পড়লো ইউনিয়ন পরিষদের অডিট রিপোর্টে উল্লেখিত অনিয়ম

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ৫ নং সয়ার ইউনিয়ন পরিষদে বেশকিছু দিন ধরে সরকারী বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী কাজ হচ্ছিল না, চলছিলো বিভিন্ন অনিয়ম। রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার তথ্য আবেদনকারী, জনাব মমিনুল সরকার বিষয়গুলো লক্ষ্য করতেন এবং সেই প্রেক্ষাপটে তিনি ৫ নং সয়ার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব বরাবরে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে মমিনুল সরকার জানতে চান যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের অডিট রিপোর্ট এর কপি সংগ্রহ করতে চান। আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ অডিট প্রতিবেদন এর কপি প্রদান করেন। জনাব মমিনুল সরকার অডিট প্রতিবেদনটি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র অডিট প্রতিবেদনে ধরা পড়েছে, অর্থাৎ অডিটর প্রতিবেদনে অনিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। প্রতিবেদনটি অফিসেই পড়েছিল। এরপর আবেদনকারী জনাব মমিনুল

সরকার আরো একটি আবেদন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের সচিব বরাবর হালনাগাদ তথ্যের জন্য। আবেদনে তিনি আরও জানতে চান যে- রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ৫ নং সয়ার ইউনিয়ন পরিষদের অডিট প্রতিবেদনের অডিটর যেসব অনিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন, তার ব্যাপরে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না? হলে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে? এই আবেদনের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত তদন্ত শুরু হয় এবং ৫ কোটি টাকার অনিয়ম ধরা পড়ে। যেগুলোর মধ্যে ৩ কোটি টাকার কোন কাজই হয়নি এবং ২ কোটি টাকার অর্ধেক কাজ হয়েছে বলে তদন্তে উঠে আসে। এরপর উক্ত মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে, প্রকল্পের ৩ কোটি টাকার কোন কাজ করা হয়নি এবং এই টাকা প্রকল্পের সভাপতিগণ ফেরত দিবেন এবং যে ২ কোটি টাকার অর্ধেক কাজ হয়েছে এবং যে টাকা খরচ হয়নি সেই টাকা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ফেরত দিবেন কারণ তিনি টাকা ছাড় দিয়েছেন সঠিকভাবে তদারকি না করে।

১৬. তথ্য আবেদনের ফলে যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি গঠনের নির্দেশ

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার হামিদুল ইসলাম গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে তিনি জানতে চান যে - ২০১৩ সালে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার জন্য হাইকোর্ট হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং এই নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমানে ঠাকুরগাঁও জেলার কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে? এই আবেদেনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক অফিস ঠাকুরগাঁও প্রতিটি ইউএনও অফিসে সেই তথ্য আবেদনের কপিসহ একটি চিঠি ফরওয়ার্ড করেন। এই চিঠি পেয়ে সকল ইউএনও প্রতিটি শিক্ষা অফিসে অফিসারদের চিঠি দেন এবং তারা যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার উদ্যোগ গ্রহন করেন। এই উদ্যোগ গ্রহনের পর ডিসি অফিস হতে আবেদনকারী হামিদুল ইসলামকে তথ্য দেয়া হয়। একটি মাত্র তথ্য আবেদন পুরো জেলায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

১৭. তথ্য আবেদনের ফলে বন্ধ হলো ডিজিটাল প্লেটের নামে অতিরিক্ত টাকা আদায়

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার সৈয়দপুর পৌরসভায় ২০২২ সালে নতুন করে হোল্ডিং প্লেট করার নামে চলছিলো অনিয়ম। হোল্ডিং প্লেটে বিস্তারিত তথ্যের সাথে এক পাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি এবং অপর পাশে মেয়রের ছবি যুক্ত করে ডিজিটাল প্লেটের নামে ২০০ টাকা করে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছিল। কোন রকম টেন্ডার বা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই কিছু ব্যক্তিকে দিয়ে করানো হচ্ছিলো এই কাজ।

এ অবস্থায় তথ্য অধিকার কর্মী জনাব রুহুল আলমসহ কয়েকজন তথ্য আবেদনকারী গত ২৬ জুন ২০২২, সৈয়দপুর পৌরসভা মেয়র বরাবর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে তারা জানতে চান যে, নতুন হোল্ডিং প্লেট লাগানোর সিদ্ধান্ত, টেন্ডারের কপি, কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তার কপি এবং মেয়রের ছবি ও ২০০ টাকা ফি নেওয়ার নীতিমালার কপি। একই তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের সচিব, নীলফামারী জেলা প্রশাসক ও সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরেও। এই আবেদন পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক দ্রুত পদক্ষেপ নেন। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং এই কাজ বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে পুণরায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মেয়রের ছবি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু'র ছবি সম্বিলিত ডিজিটাল প্লেট লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন বলে জানিয়েছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উক্ত কার্যক্রম এখনও পুনরায় চালু হয়নি। তথ্য আবেদনের ফলে এই কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে।

১৮. তথ্য আবেদনের ফলে রেলওয়ে স্টেশনে ফ্যান লাগানো হয়েছে ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে

দিনাজপুর রেলওয়ে স্টেশনে কোন ফ্যান লাগানো ছিলনা এবং টয়লেটগুলো সারাক্ষণ অপরিষ্কার থাকতো। এই প্রেক্ষিতে, দিনাজপুর জেলার তথ্য আবেদনকারী দলের ২১ সদস্য গত ০৮ মে ২০২২ তারিখে, দিনাজপুর রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার বরাবরে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে তারা জানতে চেয়েছেন যে, দিনাজপুর রেলওয়ে স্টেশনে বর্তমানে কত জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী আছে, ২০২১ সালে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ বরাদ্দ কত ছিল এবং স্টেশনে ফ্যান লাগানোর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? তথ্য আবেদন করার পর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেশনের টয়লেট সহ পুরো স্টেশন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ প্রদান করেন এবং স্টেশনে ৮টি ফ্যানও লাগানো হয় যদিও আবেদনটির পুরো উত্তর প্রদান করা হয়নি।

১৯. তথ্য আবেদনের ফলে বসতবাড়ী এলাকা হতে দাহ্য পদার্থের গুদাম অপসারণ

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলা একটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং বাণিজ্যিক শহর। এই শহরের বসতবাড়ী এলাকায় যত্রতত্র বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ বিশেষ করে গ্যাসের সিলিন্ডার গুদামজাত করে রাখা হতো, এবং সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা ও উপজেলা শহরে সরবরাহ করতো বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও ডিলারগণ। ফলে নগরবাসীর মধ্যে সবসময় ভয় কাজ করতো। যেসব ব্যবসায়ী এসব দাহ্য পদার্থ গুদামজাত করতো তাদের বেশিরভাগেরই অনুমতি বা লাইসেন্স ছিল না। এই বিষয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকায় নিউজও প্রকাশিত হয়, কিন্তু কর্তৃপক্ষের তেমন কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলনা।

এছাড়া এই গুদামগুলো বেশ কিছু ছিলো রেল কর্তৃপক্ষের জমির উপর। সেখানে ভবন নির্মান করেও দাহ্য পদার্থ গুদামজাত করে রাখা হতো। এই বিষয়ে তথ্য আবেদনকারী জনাব রুহুল আলম গত ২৪ জুলাই এবং ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে আই.ও.ডাব্লিউ, জেনারেল ম্যানেজার (পশ্চিম) এবং সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবরে তথ্য চেয়ে ৩টি আবেদন করেন। সেখানে তিনি জানতে চান যে, 'বসতবাড়ী এলাকায় এবং রেলের জমিতে ভবন নির্মাণ করে দাহ্য পদার্থের গুদামঘর বানানোর অনুমতি কতজনকে দেওয়া হয়েছে, ওই দাহ্য পদার্থের কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে দায়-দায়িত্ব কারা নিবেন এবং সৈয়দপুর শহরের মুন্সিপাড়ায় রেলের জমিতে যে দাহ্য পদার্থের গুদামঘর করা হয়েছে তার অনুমতির কপি। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে রেল কর্তৃপক্ষ অভিযান পরিচালনা করে গুদামগুলো ভেঙ্গে দেন, সাথে জরিমানা আদায় করেন এবং আর এমন অবৈধভাবে অনুমতি ব্যতিত দাহ্য প্রদার্থের গুদাম না করার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার পর সৈয়দপুরবাসী স্বস্তি পান এবং স্থানীয় সাংবাদিক, সুশীল সমাজ তথ্য অধিকার কমিটিকে সাধুবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানান।

২০. তথ্য আবেদনের ফলে বালু মহল এর ইজারা বাতিল

বেশ কয়েক বছর ধরে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলা উলটগাঁ মৌজার আত্রাই নদীর পশ্চিম পাড় উলটগাঁও বালু মহল নামে পরিচিত। এই বালু মহলের বালু উত্তোলনের জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয় ইজারা দেন। প্রায় ২/৩ বৎসর ধরে ইজারা দারেরা অপরিকল্পিত ভাবে বালু উত্তোলন করায় নদীর দুই পাড়ে ভাঙ্গঁন দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে দিনাজপুর জেলার তথ্য আবেদনকারী জনাব মোঃ নওশাদ হোসেন, গত ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর বরাবর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার উলটগাঁও বালু মহল বেশ কয়েক বছর থেকে ইজারার মাধ্যমে বালু উত্তোলন করার ফলে নদীর দু-ধারে বিশেষ করে প্রাচীন বৈদেশীর হাটটি ভাঁঙ্গনের ঝুঁকিতে রয়েছে। গত বছর বর্ষায় বৈদেশীর হাট বাজার হতে কিছুদূর নদীর বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে কিছুটা সংস্কার করলেও হাটটি বিশেষ ঝুঁকিতে রয়েছে। আবেদনে তিনি জানতে চেয়েছেন যে, ক) উপরোক্ত বিয়য়টি প্রাচীন বৈদেশীর হাট বাজারটি ভাঁঙ্গনের ঝুঁকি ও টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে কি ধরনের পরিকল্পনা জেলা প্রশাসকের রয়েছে এবং পরবর্তীতে বৈদেশীর হাট বাজারটি ক্ষতির সম্মুখীন হলে ক্ষতিপুরন কে বা কাহারা বহন করবে? তথ্য অধিকার আইনের ৯ (১) ধারায় নির্ধারিত ২০ কার্য দিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তর প্রদান না করলে রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কাছে এ বিষয়ে সুরাহা চেয়ে আপীল করা হয়। এরপর আপিল কর্মকর্তা উত্তর প্রদান করেন যে, দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলা উলটগাঁ মৌজা বালু মহলের ইজারা আপাতত বাতিল করা হয়েছে। এটি দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলা উলটগাঁ মৌজার এলাকার জন্য চরম খুশির খবর।

২১. একটি তথ্য আবেদন দুদককে জবাবদিহিতার মধ্যে আনলো এবং দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো

সৈয়দপুর রেলওয়ের শত কোটি টাকার জমি অবৈধ ভাবে দখল করে তাতে বহুতল ভবন নির্মান করেছেন একজন শিল্পপতি। তথ্য আবেদনকারী জনাব রুহুল আলম এ বিষয়ে দুদকে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক তার অভিযোগ তদন্ত করে কোন অনিয়ম হয়নি মর্মে মামলাটি খারিজ করে দেন। এরপর তথ্য অধিকার কর্মী জনাব রুহুল আলম সৈয়দপুর উপজেলা তথ্য অধিকার দলের কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি বিভাগ, রাজশাহী বরাবরে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। এই তথ্য আবেদন পাওয়ার পর ভূ-সম্পত্তি বিভাগ, রাজশাহী রুহুল আলমকে জানিয়ে দেন যে, রেলওয়ের জমিতে কোন বহুতল ভবন করার নিয়ম নাই এবং একজন ব্যক্তিকে কিছু জমি লিজ দেওয়া হযেছেল কিন্তু তিনি কোন টাকা পরিশোধ করেননি। চার পাতার তথ্যের জবাবে তারা আরো জানান যে, ঐ ব্যক্তির কাছ হতে ৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা বাংলাদেশ রেলওয়ে এর বকেয়া পাওনা আছে। এরপর আবেদনকারী রুহুল আলম এই তথ্যগুলো সংযুক্ত করে দুদক বরাবরে পুনরায় তথ্য আবেদন করেন। সেখানে তিনি জানতে চান যে, দুদকের করা তদন্ত সঠিক নয় তার প্রমাণ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক তথ্য আবেদনের এই জবাব এবং তিনি আরও জানতে চান যে, দুদক যে তদন্ত করেছিল এবং প্রতিবেদন দিয়েছিল তা কিসের উপর ভিত্তি করে দিয়েছিল এবং কোন কোন কর্মকর্তা এর সাথে জড়িত ছিল। এই আবেদনের পর দুদক সচেতন হয়ে যান। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ দুদক থেকে দুই বার রুহুল আলমকে ফোন করে পুনরায় দুদক চেয়ারম্যান বরাবরে অভিযোগ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন এবং তারা আরও বলেন এবার আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

২২. জন্ম নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

সমগ্র দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিক আইডি চালু করার জন্য প্রতিটি স্কুলে নির্দেশনা দেওয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আর ইউনিক আইডি করতে প্রতিটি শিশুর জন্ম নিবন্ধন ডিজিটাল হওয়া আবশ্যক ছিল। যাদের ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধন নাই তাদের পিতা-মাতাদেরও জন্ম নিবন্ধন ডিজিটাল করার নির্দেশনা আসে। আর এটা নিয়ে সমগ্র দেশে এক রকম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকগন। আবার ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত সময়ও বেধে দেওয়া হয়। আর এটি করতে গিয়ে সার্ভার অনেক ধীর গতি হয়ে যায় এবং বিড়ম্বনা চরম আকার ধারণ করে। এই প্রেক্ষিতে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার তথ্য কর্মী জনাব শহিদুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তকর্তা বরাবরে ইমেইল এর মাধ্যমে ২৩ জানুয়ারী ২০২২

তারিখে তথ্য আবেদন করে জানতে চান যে, সার্ভার ধীর গতি এবং ইউনিক আইডি করার সময় বৃদ্ধি করার ব্যপারে সিদ্ধান্ত কি? এই আবেদন পাওয়ার পরের দিনই শিক্ষা মন্ত্রনালয় সমগ্র দেশের শিক্ষা বোর্ড এর জন্য আলাদা আলাদা সময় ভাগ করে দেন এবং সময়ও বৃদ্ধি করে দেন। যার ফলে সার্ভারের উপর চাপ কম পরে এবং সময় বেশী পাওয়ার কারণে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকগন এর বিড়ম্বনা কমে যায়। এই আবেদনের সাথে শিক্ষাবোর্ড এর জন্য আলাদা আলাদা সময় ভাগ করে দেওয়া এবং সময়ও বৃদ্ধি করার সুস্পষ্ট সুযোগ আছে কি না জানা না গেলেও ধারণা করা যায় আবেদন পাওয়ার পর হয়ত বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। তথ্যকর্মীরা এই ঘটনা প্রমান করেছেন সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে তথ্য অধিকার আইন।

২৩. ভোক্তা অধিকার আইনে অভিযান

দিনাজপুর জেলা ১৩টি উপজেলা নিয়ে একটি বৃহৎ জেলা। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ বিগত কয়েক বছরগুলোতে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার কোন অভিযান পরিচালনা করেনি। তাই ভোক্তাদের অধিকার প্রায়ই ক্ষুন্ন হচ্ছিল। এই প্রেক্ষিতে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার তথ্য অধিকার কর্মী জনাব মতিয়ার রহমান ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে দিনাজপুরের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন কর্তৃপক্ষ বরাবরে বিগত ২০২১-২০২২ বছরগুলোতে কতগুলো অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং সেই অভিযানগুলোতে কি কি আইনগত ব্যবস্থা ও শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, জানতে চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। আবেদনের পর দিনাজপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন কর্তৃপক্ষ জবাব দেন যে, লোকবলের অভাবে কোন অভিযান পরিচালনা করা হয়নি। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, ঐ আবেদনের পর ছয় মাসের মধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন কর্তৃপক্ষ দিনাজপুর নবাবগঞ্জে ২টি অভিযান পরিচালনা করেন।

২৪. অসহায় হরিজন নারী জোসনা রানীর ভরসা হয়ে পাশে দাড়ালো তথ্য অধিকার আইন

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার মুন্সিপাড়া হরিজন কলোনীতে বসবাসরত হরিজন নারী জনাব জোসনা রানী একই উপজেলার কামারপুকুর খেয়ারপাড়া মাদ্রাসায় ১৫ বছর ধরে মাসিক ৫০০/- টাকা বেতনে পরিচ্ছন্ন কর্মী (সুইপার) হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। তাকে সপ্তাহে সাত দিন তথা মাসে ৩০ দিন এই কাজ করতে হতো। সেই হিসাবে জোসনা রানী প্রতিদিন ১৬ টাকা হারে কাজ করতেন যা তার জন্য অত্যন্ত অমানবিক। কিন্তু তাকে চাকরী স্থায়ী করা হবে এবং চাকরী স্থায়ী হলে তার বেতন অনেক বেশী হবে মর্মে আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই আশাতেই জোসনা রানী

বিগত ১৫ বছর ধরে মাদ্রাসাটিতে পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর পদ সৃষ্টি হতেই জোসনা রানীকে বাদ দিয়ে একজন মুসলমানকে টাকার বিনিময়ে পরিচ্ছন্ন কর্মী (সুইপার) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। এই ব্যাপারে জোসনা রানী, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এমনকি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে ০৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে, লিখিত আবেদন করেও কোন প্রতিকার পাননি। এই সময় জোসনা রানীর ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রাথমিক ভরসা হয়ে দাড়িয়েছিল তথ্য অধিকার আইন।

এরপর তিনি সৈয়দপুরে কর্মরত তথ্য অধিকার কমিটির সাথে যোগাযোগ করেন। সৈয়দপুর তথ্য অধিকার কমিটি তাকে তথ্য আবেদন করতে সহায়তা করেন এবং তারা নিজেরাও এই বিষয়ে মাদ্রাসা সুপার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে তথ্য আবেদন করেন। সৈয়দপুর তথ্য অধিকার কমিটি তার সাথে তথ্য আবেদন করার পরে জোসনা রানী কিছু বন্ধু পেয়ে যান এবং তার শক্তি কয়েকগুন বেড়ে যায়। জোসনা রানী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে তাকে অপসারণ করে অন্যায়ভাবে অন্যকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার প্রতিকার চেয়ে যে লিখিত আবেদন করেছিলেন সেই ব্যাপরে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জানতে চেয়ে ২২ আগস্ট ২০২২ তারিখে তথ্য আবেদন করেন। অপর দিকে মাদ্রাসা সুপারের কাছে তথ্য আবেদন করে জানতে চান যে, কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাকে অপসারণ করে অন্যকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দুটো আবেদনের ফলে সব মহল নড়েচরে বসেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাদ্রাসা সুপারকে ডেকে পাঠান এবং এই বিষয়ে দ্রুত সুরাহা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

২৫. রাস্তার মেরামত কাজে পিচ দিয়ে রোলার না করে রেখে দেওয়া

ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর-সৈয়দপুর এবং ফুলবাড়ী-মধ্যপাড়া-রংপুর অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি মহাসড়কের মেরামত কাজ শুরু করে সড়ক ও জনপথ বিভাগ অফিস ২০২১ এর শেষের দিকে। কিন্তু এই কাজের মান এতোটাই খারাপ যে মেরামতের পরে যানবাহন চলাচলে রাস্তাটি অযোগ্য হয়ে পড়ে। কারণ রাস্তার উপরে সামান্য পিচ দিয়ে বড় বড় পাথর দিয়ে যত সামান্য রোলার দিয়ে ছেড়ে দেন, কোন কোন জায়গায় রোলারও দেওয়া হয়নি ফলে পাথরগুলো আলগা হয়ে ছিল। রাস্তার উপর দিয়ে বাই সাইকেল, মোটরসাইকেল, ভ্যান, ব্যাটারী চালিত অটো, সিএনজি চলাচল করতে ব্যপক সমস্যা হচ্ছিল। এছাড়া কার, পিকআপ, বাস-ট্রাক্টর চলাচল করতে সমস্যা হতো, এসব গাড়ী চলাচল করতে চাকার আঘাতে পাথরগুলো ছিটকে সজোরে গাড়ীতে আঘাত করতো, যাত্রী ও পথচারীদের জখম হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল প্রায়শই। এই প্রেক্ষিতে নবাবগঞ্জ, ফুলবাড়ী, রংপুরের তথ্য অধিকার কর্মীরা এক যোগে ১০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে

'সড়ক ও জনপথ বিভাগ' দিনাজপুর' বরাবরে তথ্য আবেদন করে জানতে চান যে, যাদের টাকায় এবং যাদের জন্য রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত তাদের সমস্যা করে ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর-সৈয়দপুর ও ফুলবাড়ী-মধ্যপাড়া-রংপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের মেরামতের কাজে পাথর ও পিচ দেওয়ার পরে রোলার না দেওয়ার অফিসের সিদ্ধান্তের বিষয়ক নির্দেশনামা এবং ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর-সৈয়দপুর ও ফুলবাড়ী-মধ্যপাড়া-রংপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের মেরামতের কাজের বাজেট পরিকল্পনা -প্রস্তাবনা ও প্রকল্প প্রস্তাবনা কপি চাই।

জনগণের টাকায় নির্মিত রাস্তায় জনগণের ভোগান্তি হচ্ছিল, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক কেউই এগিয়ে আসেনি কিন্তু তথ্য অধিকার কর্মীরা ঠিকই এগিয়ে আসেন, জবাবদিহিতা চেয়েছে এই নিম্নমানের কাজের জন্য। আরও জানতে চেয়েছেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ দিনাজপুরে পিচ দিয়ে রোলার না করার কারণ, এই প্রকল্পের বাজেট এবং প্রাক্কলন অর্থ বিবরণ। তথ্য আবেদনের ফলে রাস্তার কাজ তাৎক্ষনিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পনের দিনের মত কাজ বন্ধ থাকে। তারপর আবার কাজ পুনরায় চালু করেন তবে পরের বারে বেশী পুরু পাথর, পিচ দেওয়া হয়েছে এবং রোলার করাও হয়েছে আগের চেয়ে বেশী। শুধু তাই নয়, বড় পাথর দেওয়ার পর ছোট ছোট কুচি পাথর দিয়েও রোলিং করা হয়েছে যার ফলে যান চলাচলে অনেকটা সুবিধা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ তথ্য আবেদনের জবাব দিয়েছেন কিন্তু জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে আপীল করা হয়েছে।

এই আবেদনের ফলে:

ক) সরকারী কাজে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেছে। জনগণের টাকায় রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে তাই জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করতে হয়েছে;
খ) রাস্তা মেরামত কাজের মধ্যে কিছুটা স্বচ্ছতা এসেছে;
গ) একটা বার্তা গেছে যে, কর্তৃপক্ষ কি কাজ করছে জনগণ তা দেখছে এবং জনসাধারণের ব্যাপক উপকার হয়েছে।

২৬. তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য আবেদন করে রেলের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম বন্ধ হয়ে চাকরী পেলেন তোফাজ্জল হোসেন

দীর্ঘ দিন থেকে সৈয়দপুর রেল কারখানায় প্রতি বছর অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের ব্যাপক অনিয়ম হয়ে আসছিল। এই ব্যাপারে কারও কিছু করার ছিল না। এই বিষয়ে তথ্য আবেদন করে অনিয়ম বন্ধ হয়েছে এমনকি তথ্য আবেদনকারী জনাব তোফাজ্জল হোসেন কে ডেকে চাকরী প্রদান করেন রেল কর্তৃপক্ষ।

সৈয়দপুর রেল কারখানায় প্রতি বছর ৫০০ অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করা হয় এবং আশ-পাশের যোগ্য লোকজন আবেদন করে চাকরী পাচ্ছিলেন না। অথচ টাকার বিনিময়ে ও লবিং করে অযোগ্য লোকজন ঠিকই চাকরী নিয়ে থাকেন। এই বিষয়ে একই উপজেলার শ্বাসকন্দর এলাকার বাসিন্দা জনাব তোফাজ্জল হোসেন সৈয়দপুরে কর্মরত তথ্য অধিকার কমিটির জুলাই, ২০২২ মাসের মাসিক সভায় বিষয়টি তুলে ধরেন এবং সেই প্রেক্ষিতে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তোফাজ্জল হোসেন ২৪ জুলাই, ২০২২ তারিখে রেলে ৫০০ জন শ্রমিক নিয়োগের প্রক্রিয়া জানতে চেয়ে জেনারেল ম্যানেজার ও ডিএস, সৈয়দপুর রেলকারখানা বরাবরে আলাদা দুটি তথ্য আবেদন করেন। একই বিষয়ে একই দিনে রুহুল আলম জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে(পশ্চিম) ও ডিএস, সৈয়দপুর রেলকারখানা বরাবরে দুটি পৃথক তথ্য আবেদন করেন। এই আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার ও ডিএস, সৈয়দপুর রেলকারখানা জনাব তোফাজ্জল হোসেনকে ডেকে পাঠান এবং আবেদন তুলে নিতে বলেন, বিনিময়ে তাকে টিএলআর পদে চাকরী দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু জনাব তোফাজ্জল হোসেন বলেন তথ্য আবেদন তুলে নেওয়ার কোন সুযোগ নাই, তথ্য দিতেই হবে। এরপর ডিএস তথ্য দিতে বাধ্য হন এবং জনাব তোফাজ্জল হোসেন কে সৈয়দপুর রেল কারখানায় টিএলআর পদে চাকরী দেন।

তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ আবেদন যাচাই পূর্বক স্বচ্ছতার ভিত্তিতে হচ্ছে এবং তথ্য অধিকার কর্মী জনাব তোফাজ্জল হোসেন সৈয়দপুর রেল কারখানায় টিএলআর পদে চাকরী করছেন, যার ফলে তার জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে এসেছে।

২৭. তথ্য আবেদন একজন নির্যাতিত অসহায় নারীর ন্যায় বিচার পাওয়ার পথ সুগম করল

জনাব জেসমিন মোস্তাফি বাগেরহাট জেলার ফকিরপাড়া উপজেলার একজন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তিনি বিয়ে করেছিলেন জনাব খন্দকার মাহাবুব হোসেনকে যিনি আসলে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের দক্ষিণ অঞ্চল, খুলনা এর ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল (তদন্ত এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব আর এম এস)। জনাব খন্দকার মাহাবুব হোসেনের বিরুদ্ধে তার স্ত্রী জেসমিন মোস্তাফি অভিযোগ করেন যে, ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবীর কারণে তার স্বামী বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। এছাড়া তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে। তাকে মেরে টয়লেটে নিয়ে গিয়ে মুখে হারপিক ও হুইল পাউডার ঢেলে দেন এবং সন্তানদের দিয়ে তার শরীরে প্রস্রাব করতে বাধ্য করেছে। এছাড়া তাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় বের করে দিয়ে পাগল বানানোর চেষ্টাসহ বিভিন্নভাবে

নির্যাতনের অভিযোগ তুলে জেসমিন মোস্তাফি তার স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করতে গেলেও জনাব খন্দকার মাহাবুব হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহন করা হয়নি। বাধ্য হয়ে তিনি সামাজিক মাধ্যমে সহযোগিতা চেয়ে আকুতি জানায়। এর আগেও এমন নির্যাতন করেছিল এবং জেসমিন মোস্তাফি ডাক বিভাগের পরিচালক বরাবরে অভিযোগ করলে সেই সময় দুইপক্ষকে ডেকে মিমাংসা করা হয়। এই বিষয়টি জানার পর দিনাজপুরের তথ্য অধিকার কর্মী জনাব মতিয়ার রহমান প্রথমে ডাকযোগে ১০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ডাক বিভাগের পরিচালক বরাবর "একজন সরকারী কর্মচারী এতোগুলো অপরাধ করার পর তার বিরুদ্ধে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই সিদ্ধান্তের আদেশ কপি সংগ্রহ করতে চাই" মর্মে আরও ছয়টি তথ্য চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। এই আবেদনের পর পরিচালক আবেদনটি ত্রুটিপূর্ণ কারণ আবেদনের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র সংযুক্ত করা হয়নি এবং ভুক্তভোগীর সাথে আবেদনকারী সম্পর্ক জানানো হয়নি উল্লেখ করে তথ্য প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ করে চিঠি দেন ২৫ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে।

এই জবাবের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। সাথে সাথে রংপুরের তথ্য অধিকার কর্মী আবেদন করেন সাথে ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ ঐ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয় সেই তথ্যও জুড়ে দেন। মামলা হবার পর পুলিশ তদন্তে গাফিলতি করছে এবং হয়রানী করছিল ভুক্তভোগীকে। তাকে থানায় ডেকে নিয়ে বলেন-একজন বিসিএস ক্যাডারের ক্ষমতা আপনি জানেন? আপনি নিষ্পত্তি করেন ইত্যাদি। এছাড়া দিনাজপুরের তথ্য অধিকার কর্মীরা ইমেইল যোগে ডাক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরেও তথ্য আবেদন পাঠান। এই আবেদনগুলো করার পর ডাক বিভাগ, জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয় নড়েচড়ে বসেন। ২০২৩ সালের ২৪ নভেম্বর, তারিখে ভুক্তভোগী জেসমিন মোস্তাফীকে জরুরী ভিত্তিতে ডাক বিভাগের পরিচালক চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠান, কিন্তু নিরাপত্তা হীনতার কারণে নিজ বাড়ী থেকে অন্য জায়গায় বসবাস করায় চিঠিটি তিনি পাননি। ডাক বিভাগের পরিচালক ৩০ নভেম্বর, ২০২৩, তাকে ফোন দিয়ে সেদিই অফিসে যেতে অনুরোধ করেন। তিনি সেদিন বলেন, 'ভাবি আমরা বিপদে আছি, আপনার কোন ভাই দিনাজপুর, রংপুরে আছে কি'? তিনি বলেন না। তারা যে তথ্য আবেদন করেছে তাতে আমাদের গলা চেপে ধরেছে। ডাক বিভাগের পরিচালকও বিপদে আছেন, আমরা আপনার পক্ষে কাজ করছি, তাদেরকে একটু থামতে বলেন। তারা বলেন- ইতিমধ্যে মাহবুবের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাকে সরকারি বাসস্থান ছাড়ার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। জেসমিন বলেন- আমি তাদেরকে চিনি না, কিভাবে থামতে বলব। এরপর তারা জেসমিনকে ০৩ ডিসেম্বর , ২০২৩ তারিখের মধ্যে তার স্বামীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে সেগুলোর দলিল-দস্তাবেজ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, কারণ তদন্ত কমিটি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে যাচ্ছেন।

ফলাফলঃ

১) তথ্য আবেদন করার পর পুলিশ যে হয়রানী করছিল সেটা বন্ধ হয়েছে যদিও মামলা তদন্তাধীন বিধায় থানাতে তথ্য আবেদন করা হয়নি।

২) তথ্য আবেদন করার পর অভিযুক্ত বিসিএস ক্যাডারের ক্ষমতা দেখাচ্ছিলেন এবং মামলা প্রভাব খাটাচ্ছিলেন, হুমকি দিচ্ছিলেন সেটা বন্ধ হয়েছে। এখন মামলা চলছে আদালতের রায়ে দোষী হলে শাস্তি হবে এবং দোষী প্রমাণিত না হলে খালাস পাবেন।

৩) তথ্য আবেদন মামলার ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দুর করেছে।

৪) দেশের আইনী সহায়তা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং তাঁদের সংগঠনগুলোতে হাত জোড় করে, মিনতি করে সহায়তা চেয়েছিল একজন অসহায় নারী তার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি, তথ্য অধিকার কর্মীরা এসে তার ন্যায় বিচার পাওয়ার পথ সহজ করেছিল।

৫) পুলিশ প্রশাসন, ডাক বিভাগ সবগুলো খন্দকার মাহাবুব হোসেনের পক্ষে কাজ করছিল কিন্তু তথ্য আবেদন করার পর তারা এখন অভিযুক্ত খন্দকার মাহাবুব হোসেনের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

২৮. পরিবেশ সুরক্ষায় তথ্য অধিকার আইন বেশ কার্যকর ভুমিকা রেখেছে

নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়ন পরিষদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে বুড়িখড়া নদী। এই নদী সেই এলাকার পরিবেশ সুরক্ষা ও জীবন জীবিকায় অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই এলাকার কৃষি ও মানুষের আয়ের পথও ছিল এই বুড়িখড়া নদী। একসময় এই নদীর মাছ খুব সুস্বাদু ছিল এবং পাশের এলাকা থেকে মানুষ আগেই এসে অপেক্ষায় থাকতো সন্ধায় স্থানীয়রা মাছ ধরে বাজারে নিয়ে আসলে তারা কিনে বাড়ি নিয়ে যাবে। কিন্তু নদীর পাশে স্যানিটারি টাইলস্ ফ্যাক্টরি হওয়ার কারণে নদীর মাছ কমে যাচ্ছে, আর যা অবশিষ্ট আছে নদীতে তা দুর্গন্ধের কারণে খাওয়া যায় না। নদীর মাছ রান্নার পরে সেই মাছ থেকে কেরোসিন এবং কেমিক্যাল গন্ধ বের হয়। তাছাড়া এই পানিতে গোসল করার কারণে, ফোসকা, চুলকানীসহ নানান চর্ম রোগ দেখা দিচ্ছে এলাকাবাসির শরিরে, যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে অতিসত্বর।

এই দূষিত পানি কৃষি জমিতেও ব্যবহার করতে পারছে না স্থানীয় চাষীরা মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে, এই প্রেক্ষিতে নীলফামারীর ঝেচু পাড়া গণগবেষণা দলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলে এই বিষয়ে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১/১২/২৩ তারিখে তিনজন তথ্য আবেদন করেন পরিবেশ

অধিদপ্তর নীলফামারীর সহকারী পরিচালক বরাবর। তথ্য আবেদন পাওয়ার সাথে সাথে সহকারী পরিচালক সানিটা গ্রুপের সাথে সভা করেন এবং তাদের চিঠি দিয়ে সতর্ক করে নোটিশ পাঠান একই সাথে সহকারী পরিচালক নদীর আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করে মানুষের সাথে কথা বলেন এবং তারপর কারখানাও পরিদর্শন করেন। তাদের এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কার্যকর করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেন এবং পদক্ষেপ উল্লেখ করে কর্মকর্তা তথ্য আবেদনের জবাবও দিয়েছেন ১১/০১/২৪ তারিখে। তথ্য গুলো যাচাই করে পুনরায় আবার তথ্য আবেদন করা হয় ২১/০৩/২৮ তারিখে।

তথ্য অধিকার কর্মীর সচেতনতার কারণে কর্মকর্তাদের কাজে গতি এসেছে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর ভুমিকা রাখছে।

২৯. সচেতন তথ্য অধিকার কর্মীর দ্বারা রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদের বাউন্ডারি দেওয়ালের সংস্কার কাজ করা হচ্ছিল। নতুন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসেই এই কাজে হাত দেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার পার্শ্ববর্তী পার্বতীপুর উপজেলা হতে সৈয়দপুরে স্থানান্তরিত হয়ে আসেন। আসার পরে উপজেলা পরিষদের অন্য কোন কর্মকর্তাদের সাথে কথা না বলেই বা কোন রকম আলাপ আলোচনা বা সভা এবং টেন্ডার ছাড়াই পার্বতীপুর হতে রং মিস্ত্রি নিয়ে এসে রং ও চুনকাম করা শুরু করেছিলেন। এই বিষয়টি জানার পর ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে সৈয়দপুর এর তথ্য অধিকার কর্মী জনাব সোহেল রানা ও জনাব মাসুদ পারভেজ ডাকযোগে "নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদের বাউন্ডারি দেওয়ালের সংস্কার ও উপজেলা পরিষদের ভবনের চুন কাম (রং) এর কাজ চলমান রয়েছে, এই কাজ উপজেলা পরিষদের কোন খাত হতে খরচ করা হচ্ছে এবং এই কাজের সিদ্ধান্তের আদেশ জানতে চাই" মর্মে তথ্য চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে তথ্য আবেদন করেন। তথ্য আবেদন পাওয়ার পরই উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ বন্ধ করে দেন এবং টেন্ডার আহবান করে, টেন্ডার অনুসারে কাজ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করেন। তথ্য অধিকার কর্মীর সচেতনতার কারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। এভাবেই তথ্য অধিকার কর্মীরা ঝুঁকি নিয়েও রাষ্ট্রীয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।

৩০. দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা কাজ একটি তথ্য আবেদনের মাধ্যমে তড়িৎ গতিতে শুরু হলো

নীলফামারী জেলার সদর উপজেলা রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মিতব্য নতুন ভবনের কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। এদিকে নির্মাণ সামগ্রির সকল পণ্যের দাম বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ স্থগিত করে অতিরিক্ত বাজেট দাবি করে এবং এতে কিছু অসাধু কর্মকর্তা সায় দেয় বলে লোকে মুখে বলাবলি হতে থাকে। লোকজন বলতে থাকেন যে এই কাজ আর শেষ হবে না এভাবেই পড়ে থাকবে। এই কথাগুলো নীলফামারী রামনগর ছাত্র গ্রুপের জানুয়ারী মাসের মাসিক সভায় আলোচনা হয় এবং এই বিষয়ে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে নজরুল ইসলাম ২০/০২/২০২৪ তারিখে তথ্য আবেদন করেন নীলফামারী শিক্ষা প্রকৌশলী বরাবরে। আবেদন করার সাথে সাথে শিক্ষা প্রকৌশলী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করেন কাজটি শুরু করার জন্য কারণ তাঁকে তো তথ্যর জবাব দিতে হবে এবং তিন দিনের মধ্যে ঠিকাদার পুনরায় কাজ শুরু করেন। তথ্য অধিকার কর্মীর সচেতনতার কারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। একই সাথে রাষ্ট্রের বিশাল পরিমাণ অর্থ অপচয়ের হাত হতে বাঁচিয়েছে। এভাবেই তথ্য অধিকার কর্মীরা ঝুঁকি নিয়েও রাষ্ট্রীয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।

৩১. তথ্য অধিকার আইন এর ব্যবহার জবাবদিহিতা তৈরি করেছে

দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর উপজেলার গার্মেন্টস বাজার হতে বৈদেশীরহাট পর্যন্ত রাস্তা চলাচলের জন্য অনুপযোগী হয়ে যায়। সেই রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালে। কিন্তু কাজ শেষ না করে ফেলে রাখা হয় ফলে মানুষের অনেক ভোগাক্তি হচ্ছিল। ২০২৩ সালের ২৩ জুন বৈদেশীর হাটে একটি উঠান বৈঠক করা হয় এবং সেই সভায় আলোচনায় এলাকার লোকজন তাদের প্রধান সমস্যা এই রাস্তার কাজ শেষ না হওয়াকে চিহ্নিত করেন। এরপর এই সভা উক্ত বিষয়টির উপর তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে ০৯ জুলাই, ২০২৩ তারিখে রাস্তার মেরামতের বাজেট প্রাক্কলনসহ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে দিনাজপুরের তথ্য অধিকার কর্মী নওশাদ হোসেনসহ আরও কয়েকজন তথ্য আবেদন করেন দিনাজপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে। নির্বাহী প্রকৌশলী তথ্য আবেদনে আংশিক তথ্য প্রদান করেন কিন্তু সেই জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে ১৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সচিব, স্থানীয় সকার বিভাগ বরাবরে আপীল আবেদন করা হয়। আপীলেও প্রতিকার না পেয়ে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে

তথ্য কমিশন ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শুনানীর জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে সমন জারী করেন। সমনের শুনানীতে তথ্য কমিশনে নির্বাহী প্রকৌশলী রাস্তার কাজ বন্ধ থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ১০ দিনের মধ্যে রাস্তার কাজ শুরু করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তথ্য কমিশন নির্বাহী প্রকৌশলী কে তথ্য না দেওয়ার জন্য এবং জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার জন্য সতর্ক করেন এবং ১০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করেন।

এই আদেশ অনুসারে নির্বাহী প্রকৌশলী রাস্তার কাজ শুরু করে দেন। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন পড়ে যায় এবং তথ্য অধিকার আইন ও রাষ্ট্রের জবাবদিহিদা নিয়ে মানুষের ধারণা পরিবর্তন হয়েছে।

৩২. জমির দখল পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরণ

নবাবগঞ্জ সেটেলমেন্ট অফিসে অনিয়ম এর প্রেক্ষিতে ১৬ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে 'দক্ষিন বোয়ালমারী মৌজা, দাগ নং ৯১, জমির দখল, দলিল, মাঠ পরচা জামাল উদ্দিনের নামে থাকা সত্বেও ৯১ নং দাগের জমি কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মোফাজ্জলের নামে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা জানতে চেয়ে আবেদন করেন তথ্য অধিকার কর্মকর্তা জনাব জামাল উদ্দিন। এর কোন জবাব না পাওয়ার পর ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে উপ-সচিব (জোনাল সেটেলমেন্ট) দিনাজপুর বরাবরে আপীল করেন। আপীল আবেদন পাওয়ার পর, আপীল কর্তৃপক্ষ আপীলের শুনানী এবং একই সাথে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে নবাবগঞ্জ সেটেলমেন্ট অফিসে আসেন এবং জালাল উদ্দিনকে উপস্থিত থাকতে বলেন। শুনানীর সময় জামাল উদ্দিন তার যুক্তি ও সকল কাগজ উপস্থাপন করলে আপীল কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। একই সাথে ভূমির নাম অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন এবং যেসব দালাল নবাবগঞ্জ সেটেলমেন্ট অফিসের সাথে যুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন।

৩৩. দুটি মাত্র তথ্য আবেদনে সেবা প্রদানের ধরণ পরিবর্তন এবং নারীদের নিরাপত্তা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিত হল

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল ভরসার স্থল উপজেলা হাসপাতাল। বিশেষ করে গরীব ও অসহায় নারীদের জন্য, কারণ আলট্রাসনোগ্রামের মত পরীক্ষা করতে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে অনেক অর্থ লাগে, তাই সরকারি পর্যায়ের উপজেলা হাসপাতাল সাধারণ মানুষের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু উপজেলা হাসপাতাল গুলোতে নারীরা অনিরাপদ ভাবে এই সেবা নিয়ে আসছিলেন। যেখানে নারীদের আলট্রাসনোগ্রাম করা হতো সেখানে কোনো

বিশেষ পর্দা ছিল না, এমন কি একজন নারী টেকনিশিয়ান এবং নার্সও ছিলেন না। অনেক সময় পরিবারের লোকদেরও প্রবেশ নিষেধ ছিলো, ফলে নারীরা অনিরাপদ বোধ করতেন। একজন পুরুষ টেকনিশিয়ান আলট্রাসনোগ্রাম করতেন, আবার অনেক সময় বাইরের অনেকগুলো মানুষের সামনেই আলট্রাসনোগ্রাম করা হতো সেই কারণে নারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ব্যাহত হতো। নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের বাহালীপাড়ার নারী জনাব মোছাঃ নেহার বানু ও লতা রানী টিকিট কেটে ডাক্তার দেখিয়ে আলট্রাসনোগ্রামের রশিদ নিয়েও হাসপাতালের পরিবেশ দেখে পরীক্ষা না করে ফেরত চলে এসেছিলেন।

এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে বলে সভায় লোকজন অভিযোগ তুলেন। সেই প্রেক্ষিতে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের বাহালীপাড়া গ্রামের গণগবেষক জনাব আনুফা বেগম ২৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বরাবরে আলট্রাসনোগ্রাম রুমে নারীদের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং অন্যদিকে আরও একটি আবেদন একই গ্রামের জনাব সাহিদা বেগম করেন এবং তিনি জানতে চান, আলট্রাসনোগ্রাম রুমে কোন কোন ডাক্তার বা টেকনিশিয়ান বা নার্স কর্মরত আছেন তাদের তালিকা চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক গণগবেষক আনুফা বেগমের আবেদনের জবাবে বলেন- 'নারীদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সুরক্ষার জন্য স্ক্রিনস্ট্যান্ড এর ব্যবস্থা করা হয়েছে'। তথ্য আবেদনের পরপরই তারা এই ব্যবস্থা করেছেন এবং সাহিদা বেগমের আবেদনের জবাবে ৫ জন ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান ও কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে বলেন- নিম্নবর্ণিত চিকিৎসক ও নারী হাসপাতাল স্টাফ কর্মরত আছেন।

এই দুটি আবেদনের ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্র যেমন পরিবর্তন হয়েছে; তেমনি নারীদের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও নিশ্চিত করার করা হয়েছে।

৩৪. দুটিমাত্র তথ্য আবেদনে তালাবদ্ধ তথ্যের দুয়ার খুলে গেলো

ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক একটি ভালো উদ্যোগ এবং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের দৌড় গোড়ায় পৌছে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নির্মিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সেবার মান নিয়ে নানা ধরণের প্রশ্ন রয়েছে। সেখানে গেলে নাপা, প্যারাসিটামল ও এন্টাসিড ছাড়া আর কোন ঔষধ পাওয়া যায় না। বলে ২৩ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে, নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের ঝেচুপাড়া গ্রামের জনাব রনজিতা রানী, জনাব গিরিশ চন্দ্র শর্মাসহ আরও কয়েক জন গণগবেষক মায়া রানি, সহাশি রানি ও আনুফা বেগম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সোহেল রানার কাছে রামনগর কমিউনিটি ক্লিনিকে কি কি সেবা প্রদান করা হয় তা জানতে

চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। তথ্য আবেদনের জবাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ৫৯ ধরণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় জানিয়ে সেবার নামের একটি তালিকা প্রদান করেন। এই তথ্য পেয়ে গণ-গবেষকগণ ও সাধারণ মানুষের মাঝে হৈহুল্লোড় পড়ে যায়। তারা সবাই প্রশ্ন করেন ৫৯ ধরণের সেবা দেওয়া হয় অথচ আমরা শুধুমাত্র নাপা, প্যারাসিটামল ও এন্টাসিড ঔষধ ছাড়া আর কিছুই পাইনা! এরপর ১১ মে, ২০২৪ তারিখে তাদের গণগবেষনা দলের মিটিংএ বিষয়টি উপস্থাপন হলে ৫৯ ধরণের সেবার খাত ধরে ধরে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেবা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পর মানুষের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেছে। তাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, প্রাপ্ত তথ্য বড় ধরণের সভা আয়োজন করে সকল মানুষকে জানিয়ে দিবেন।

৩৫. হাসপাতালের দামি দামি এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো যায় কোথায়

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল ভরসা উপজেলা হাসপাতাল। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, স্বাস্থ্যসেবার মান অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু হাসপাতালে মানুষ গেলে আশানুরূপ সেবা পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ঔষধগুলো বাইরে থেকে বেশি দামে কিনতে হয়। গরীব মানুষ ঔষধ কেনার টাকা আয় করেন না, তাই তাদের চিকিৎসা সঠিকভাবে সময়মত করানো সম্ভব হয় না। ২৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে এই প্রেক্ষিতে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের বাহালীপাড়া গ্রামের গণগবেষক জনাব জহুরুল ইসলাম নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক বরাবরে ২০২৪ সালের ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে কি কি ঔষধ সাধারণ মানুষের জন্য ফ্রি দেওয়া হয় তার তালিকা চেয়ে তথ্য আবেদন করেন। ০৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে তথ্যের জবাবে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ৪২ ধরণের ঔষধ বিনামুল্যে সাধারণ জনগণকে বিতরণ করা হয়েছে জানিয়ে একটা তালিকা দেন। তালিকা যাচাই করে দেখা যায়, অনেকগুলো এন্টিবায়োটিকসহ দামি দামি ঔষধের নাম আছে যেগুলো রুগীদের বাইরে থেকে নিজেদের খরচে কিনতে হয়। এই তথ্য পেয়ে জনাব জহুরুল ইসলাম গণগবেষক ও সাধারণ মানুষের মাঝে অনেক প্রশ্ন। তারা সবাই প্রশ্ন করেন ৪২ ধরণের ঔষধ ফ্রি দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও আমাদের সকলকে ঔষধ বেশি দামে কিনে খেতে হয়। এরপর ১১ মে, ২০২৪ তারিখে তাঁদের দলের সভা হয় এবং এই বিষয়টি উপস্থাপন হলে, সকলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে এই তথ্যগুলো একটি বড় ধরণের সভার আয়োজন করে সকল মানুষকে জানিয়ে দিবেন।

৩৬. একটিমাত্র তথ্য আবেদনে সেবা প্রদানের হয়রানী বন্ধ হয়ে গেলো, হাজার হাজার মানুষ হয়রানী হতে রেহাই পেলো

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার উপজেলা পর্যায়ের ডাক বিভাগগুলোতে অনেকগুলো সেবা চালু আছে। সরকারের আস্থাশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেবাগ্রহনকারীর সংখ্যা অনেক। চিঠি ও ডকুমেন্ট পোস্ট করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ তাঁদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় জমা, স্থায়ী আমানতের রশিদ (এফডিআর), ডিপোজিট পেনশন স্কিম (ডিপিএস) এর জন্য ডাক সেবার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সেবা গ্রহণকালে গ্রহীতাদের অনেক হয়রানির সম্মুখিন হতে হয়। সেবাগ্রহীতারা সকাল ১০.০০ হতে ১০.১০ মিনিটের মধ্যে আসলে ডাক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ জমা নিবেন, নির্ণীত সময়ের পরে কেউ সঞ্চয় জমা, এফডিআর, ডিপিএস সংক্রান্ত সেবাগুলো জমা দিতে আসলে জমা নিবেন না, আবার ১০ জনের অধিক একদিনে ডিপিএস জমা নেন না। অথচ দিনাজপুর একটি বৃহৎ জেলা।

উল্লেখিত সেবাগুলো প্রদানকারী ডাক বিভাগগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ, সাধারণ, সহজ-সরল ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না থাকায় এই গ্রহীতাদের মানুষ হিসেবে সম্মান করেন না। এই হয়রানীর প্রেক্ষাপটে, দিনাজপুরের তথ্য অধিকার কর্মী জনাবা মারুফা বেগম স্বচক্ষে বা সরেজমিনে দেখে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন দলের মাসিক সভায় এই হয়রানির কথা তুলে ধরেন এবং তথ্য আবেদন করার বিষয়ে মতামত দেন। এই প্রেক্ষিতে দিনাজপুরের তথ্য অধিকার কর্মী জনাব আসতারুল আলম প্রধান ডাক অধিদপ্তরের পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে 'দিনাজপুরের প্রধান ডাকঘরে ডিপিএস ও অন্যান্য সঞ্চয় জমা নেওয়ার জন্য সকাল ১০. ১০.০০ হতে ১০.১০ মিনিটের সময় বেধ দেওয়ার সিদ্ধান্তের নির্দেশনা সংগ্রহ করতে চান এবং ২৪ এপ্রিল হতে ৬ মে, ২০২৪ তারিখে কোন কোন দিনে কতগুলো এফডিআর জমা নেওয়া হয়েছে দিনভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করতে চান। এই আবেদন পাওয়ার পর ডাক অধিদপ্তরের পরিচালক দিনাজপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্ট মাস্টারকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, বিষয়টি তথ্য অধিকার আইন সংশ্লিষ্ট বিধায় 'অতীব জরুরী বিবেচ্য'। এছাড়া তিনি পোস্ট মাস্টার জেনারেল, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী (বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ডাক অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো) ও ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল, দিনাজপুর বিভাগ (বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ডাক অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো) উল্লেখ করে অনুলিপি প্রদান করেন এবং এক কপি তথ্য-অধিকার কর্মী আসতারুলকেও দিয়েছেন। দিনাজপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার তথ্য আবেদনের জবাবে বলেন, সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকেল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত অফিস চলমান থাক এবং চাহিত সময়ের মধ্যে কতজন সেবাগ্রহীতা

লেনদেন করেছেন তার সংখ্যা প্রদান করেছেন। এর সাথে সাথে অফিস চলাকালীন সার্বক্ষনিক সময় নতুন এফডিআর চালু, ডিপিএস ও সঞ্চয় জমা নেওয়া শুরু করেছেন।

এই একটি তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আবেদনের ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি একেবারেই খেটে খাওয়া, সহজ-সরল সাধারণ মানুষের হয়রানী বন্ধ হয়েছে, আবার সরকারি কর্মকর্তাদের কাজেও গতি এসেছে। তাই তথ্য অধিকার আইন সরকারকেও সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহায়তা করে।

৩৭. তথ্য আবেদনের ফলে দীর্ঘদিন আটকে থাকা কারিগরি প্রশিক্ষণের সম্মানী ভাতা পেলেন স্বাধীন ও জান্নাতী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি রপ্তানী ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নীলফামারী এর সেইপ প্রজেক্ট এর আইটি সাপোর্ট সার্ভিস ট্রেড এ নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের বাহালীপাড়ার স্বাধীন ইসলাম ও জান্নাতী খাতুন তিন মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে শেষ করলেও তারা নিয়ম অনুসারে তাদের যাতায়াত ও নাস্তা বাবদ সম্মানী ভাতা পাচ্ছিলেন না। ছয় মাস অতিবাহিত হলেও সম্মানী ভাতা না পেয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর তারা নীলফামারী ছাত্র গ্রুপে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে জনাব নজরুল ইসলাম ২০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে নীলফামারী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর অধ্যক্ষ বরাবরে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৩ সেইপ প্রজেক্ট এর আইটি সাপোর্ট সার্ভিস এর ষষ্ঠ ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ও নাস্তা বাবদ বরাদ্দকৃত বাজেট এবং বরাদ্দকৃত টাকা কবে নাগাদ প্রদান করা হবে জানতে চাই’ মর্মে তথ্য আবেদন করেন। তথ্য আবেদন করার পর ১৩ মে, ২০২৪ তারিখে মোবাইলে তাদের পাওনা টাকা পাঠিয়ে দেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। এই তথ্য আবেদনের তথ্য পাওয়া যায়নি এবং তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা হয়।

তথ্য আবেদন প্রতিনিয়ত অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

House 7, Road 17, Block C, Banani
Dhaka-1213, Bangladesh
Phone: 88 02 222274051-52
Email: rib@citech-bd.com
Web: www.rib-bangladesh.org